CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-347 ■ 25 September, 2024 ■ আগরতলা ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৮ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এনএলএফটি ও এটিটিএফ'র ৫৮৪ জন সদস্য স্বাভাবিক জীবনে

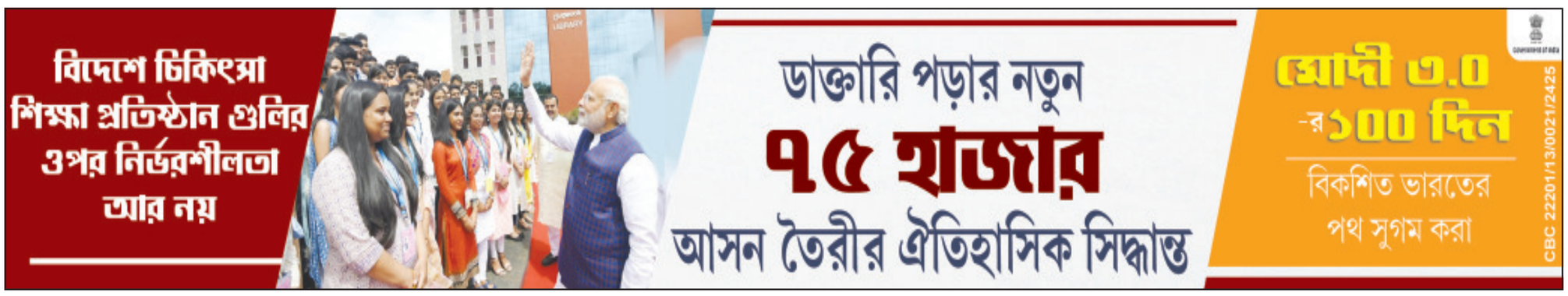

সন্ত্রসবাদ মুক্ত হল ত্রিপুরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। এনএলএফটি ও এটিটিএফ -এর বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর ৫৮৪ জন সদস্য আত্মসমর্থনের মাধ্যমে মুল ধারায় ফিরে এসেছেন। আজ জম্পুইজলা স্থিত টিএসআরের ৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারে একসঙ্গে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি দলের সদস্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা, রাজ্যের মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক এবং নেতা-মন্ত্রী।

এদিন এনএলএফটি জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতা বিশ্ব মোহন দেববর্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, গত ৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে আজ এনএলএফটির ৩৮০ জন বৈরী আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। এদিন তিনি ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, ত্রিপুরা পুলিশ, টিএসআর ও বিএসএফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার ও এনএলএফটি ও এটিটিএফের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ত্রিপুরায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই প্রয়াসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা এখন থেকে সম্পূর্ণ সন্ত্রাস মুক্ত রাজ্য হয়েছে। তাছাড়া, জনজাতিদের সার্বিক বিকাশের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নানা রকম প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও গৃহ মন্ত্রী অমিত শাহের অদম্য প্রচেষ্টায় উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রবাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসবাদ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নিউইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) বিশ্ব শান্তির পক্ষে জোড়ালো সওয়াল করেছেন।তিনি বলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, যৌথ শক্তিতেই রয়েছে মানবজাতির সাফল্য। বিশ্ব শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সংস্কারের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে প্রচুর মানুষকে দারিদ্র সীমার বাইরে তুলে আনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে তা তুলে ধরেন।তিনি বলেন, ভারতের ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা এই সফলতার কারণ।

প্রধানমন্ত্রী ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন একদিকে যেমন সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ, অপরদিকে সাইবার অপরাধ, নৌ নিরাপত্তা, মহাকাশ, এগুলিও বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্বের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। এজন্য প্রয়োজন বিশ্বের সম্মিলিত প্রয়াস।

সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতন নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিযোগ খন্ডন করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ খণ্ডন করে কংগ্রেসকে তুলোধোনা করলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। সোমবার সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ এনে পুলিশের সদর দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল কংগ্রেস। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক জোট আমলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে উঠা বিভিন্ন অভিযোগ ও সন্ত্রাসের চিত্র তুলে ধরলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, কংগ্রেস দল নারী নির্যাতন ও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে পুলিশের সদর দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কিন্তু তাদের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। জোট আমলের দিনগুলি রাজ্যের জনগন ভুলে যায়নি। জোট আমলে মানুষ বিচারের জন্য চিৎকার করতেন। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি সরকারের আমলে মানুষ সুবিচার পাচ্ছেন। অপরাধ যারা করে তাতের দল মত বর্ণ দেখা হয়না। অপরাধীদের শাস্তি দিতে প্রশাসন বদ্ধ পরিকর। কিন্তু জোট আমলে বিরোধীদের দ্বারা যে সন্ত্রাস হয়েছে, সেগুলি তুলে ধরেন তিনি।

এদিকে মঙ্গলবার এনএলএফটি ও এটিটিএফের মোট ৫৮৪ জন বৈরীরা আত্ম সমর্পন করেছে। তারা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে গেছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

অটো টমটমের সংঘর্ষে আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। অটো ও টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুই ব্যক্তি। আজ গান্ধীগ্রাম স্কুল টিলা সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষরা তাদেরকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ গান্ধীগ্রাম স্কুল টিলা সংলগ্ন এলাকায় অটো ও টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন ব্যক্তি। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন এলাকাবাসীরা। তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে তাঁদের জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

আহতরা হলেন, টমটম চালক দীপক সূত্রধর। তাঁর বাড়ি কলকলিয়া। ওই দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অটো চালক গৌতম সরকার।

ইয়েচুরির স্মরণ সভা থেকে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। মানুষের মৌলিক ও জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে দলীয় কর্মীদের রাস্তায় নামার আহ্বান জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটবুরোর সদস্য মানিক সরকার। সিপিএম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার রবীন্দ্রভবনে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন তিনি। প্রয়াত ইয়েচুররি প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মানিক বলেন তিনি যেভাবে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তাকে পাথেয় করে আমাদের আন্দোলনে পথকে তেজি করতে হবে। বিশ্বের প্রতিটি কোনায় কোনায় সাম্রাজ্যবাদ ও পুজিবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন তিনি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধান না করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। তিনি অভিযোগ করে বলেন রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার কোন অস্তিত্ব নেই। ক্ষমতায় টিকে থাকতে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করতে চাইছে ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে। কাজের বিনিময়ে দপ্তর গুলিতে চলছে কমিশনের খেলা। অথচ পাহাড় সমতলে কাজ খাদ্যের অভাবে মানুষ জেরবার। বন্যা দুর্গতদের আশ্রয় নেওয়া শিবির থেকে এখন বিতরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি আরো অভিযোগ করেন ৫৬৪ কোটি টাকার বন্যার প্যাকেজ ঘোষনা করলেও মানুষ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না। একের পর এক সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও ধ্বংসের প্রয়াস চলছে। এই সব কিছুই মানুষ বুঝতে পেরেছে। অথচ ভয়ে প্রতিবাদ করার ভাষা হারিয়ে ফেলছে। তাই মানুষের প্রতিবাদের ভাষা বুঝে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে আন্দোলনের মাধ্যমে। সীতারাম দেখানো পথে অনুসরণ করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন তিনি। অনুষ্ঠানে সিপিএম পলিট সদস্য প্রকাশ করার সিতারা সঙ্গে বলেন বিজেপি আরএসএসের বিরুদ্ধে জন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর হাতুড়ির আঘাতে গুরুতর আহত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর।। স্বামীর হাতুড়ির আঘাতে স্ত্রী গুরুতর অবস্থায় ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুরুতর আহত স্ত্রীর নাম নিয়তি গৌড়(৩২)। এই ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ কমলপুর থানার বামনছড়া পঞ্চায়েতের গুরুচরণ পাড়ায়।

ঘটনার বিবরন দিয়ে আহত মহিলার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে আহত মহিলার স্বামী মহেশ গৌড়(৪১) তার স্ত্রী নিয়তি গৌড়ের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করতো। প্রতিদিন মদমত্ত অবস্থায় বাড়ীতে এসে মারধর করতো। এই যন্ত্রনায় প্রায় আড়াই মাস যাবত স্বামীর ঘর থেকে বেড়িয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী থাকতেন।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ কমলপুর থানার বামনছড়া পঞ্চায়েতের গুরুচরণ পাড়ায় রাস্তা দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটোচালক এবং যাত্রীর মধ্যে ঝামেলার জেরে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর।। অটোচালক এবং যাত্রীর মধ্যে ঝামেলার জেরে পথ অবরোধে উত্তপ্ত সংশ্লিষ্ট এলাকা। তারপর শুরু হয় হাতাহাতি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল থেকে উদয়পুর - আঠারোভোলা সড়কের পৃথক তিনটি স্থানে রাস্তা অবরোধ করে বিএমএস সমর্থিত অটো চালকরা। আঠারোভোলা সড়কের পুলিশ লাইন, খুপিলং হাসপাতাল চৌমুহনী এবং খুপিলং এসপিও ক্যাম্পের সামনে রাস্তা অবরোধ করে অটো চালকরা। এই অবরোধে আটকা পড়েন এলাকার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। তিনি অটোচালকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। অটো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই কাপড়ের দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ সেপ্টেম্বর।। শর্ট সার্কিটের জেরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।পুড়ে ছাই কাপড়ের দোকান। ঘটনা সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ খোয়াই থানাধীন চেবরি বাজারে।

পুজোর মুখে শট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড। আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত একটি কাপড়ের দোকান।পুড়ে ছাই মালামাল। ঘটনা সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ খোয়াই থানাধীন চেবরি বাজারে নতুন শপিং মার্কেটের ভিতরে। আগুনের লেলিহান শিখায় শপিং মার্কেটের ভিতর একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল শীল হত্যা মামলায় আরও তিনজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর।। বাদল শীল হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আরো তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো রাজনগর পিআর বাড়ী থানার পুলিশ। মোট সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এই নিয়ে মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে হত্যা মামলায় জড়িত ধৃত তিন জনকে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে।

রাজনগর পিআর বাড়ি থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে গত সোমবার রাতে বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর পিআর বাড়ি থানাধীন গৌরাঙ্গ বাজার ও ভৈরব নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিশু দাস, বাবুল দাস ও জগস্বর দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য,গত ১২ জুলাই সন্ধ্যায় চোত্তাখলা বাজারে দুর্বৃত্তরা হামলা বাদল শীলকে। সেই সময়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা পরিষদের চার নং আসনের সিপিআই(এম) প্রার্থী ছিলেন বাদল শীল। গুরুত্বর আহত অবস্থায় বাদল শীল আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৩ জুলাই প্রয়াত হন। বিস্তিত ঘটনা জানিয়ে পি আর বাড়ী থানায় বাদল শীল হত্যার সাথে যুক্ত সাত জনের নাম ঠিকানা দিয়ে মামলা দায়ের করে বাদল শীলের পরিবার।

ইউ/এস- ১১৮(১)/১০৯(১) বিএনএস ১০৩(১)/৩(৫) বিএনএস -২০২৩ ধারা নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত ক্রমে প্রথমে অমল দাস নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাজারো পুতুল দিয়ে কাল্পনিক মন্দির তৈরি হচ্ছে বিরাশিমাইলের পুজো প্যান্ডেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ২৪ সেপ্টেম্বর।। শারদোৎসব আসন্ন, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পার্বনকে ঘিরে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই চলছে উদ্যোগতাদের মধ্যে অঘোষিত প্রতিযোগীতা।শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে গ্রামেও নির্মান হচ্ছে উঁচু উঁচু প্যাণ্ডেল। সম্পূর্ন পুতুল দিয়ে অনন্য পূজো মণ্ডপ নির্মানে হাত লাগিয়েছে ধলাই জেলার বিরাশিমাইলের আমরা সবাই ক্লাব।

শরৎ মানেই উৎসবপ্রেমী বাঙালীদের কাছে প্রতিক্ষার কাল। বাংলা শরৎকাল মানেই উৎসবের আমেজে মেতেউঠার পালা। শিশির স্নাত শিউলির সুবাস আর কালফুলের মেলবন্ধন আগেই দিচ্ছিলো আগমনীর বার্তা। ইতিমধ্যেই ঢাকে কাঠি পড়েগেছে শারদোৎসবের। শাস্ত্রমতে একটি বছর পর আবারো বাপের বাড়ীতে আসছেন মা উমা। চারিদিকে তাই উমা বরনের ধুমধাম প্রস্তুতিতে লেগেপড়েছেন পূজো উদ্যোগতারা। ত্রিপুরাজুড়েও পুজোকে ঘিরে প্রস্তুতি একেবারে মধ্যগগনে। রাজ্যের শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই এখন দেবী বরনে ব্যস্ততার ধুম।

পূজোকে কেন্দ্র করে শহরের ক্লাবগুলোর মধ্যে যেমন চলছে প্রতিযোগীতার ধুম তেমনি গ্রামাঞ্চলেও তৈরী হচ্ছে চোখ ধাঁধানো গগনচুম্বী পূজো মণ্ডপ। ধলাই জেলার গ্রামীন এলাকা বিরাশিমাইলের আমরা সবাই ক্লাবের উদ্যোগে তৈরী হতে যাওয়া এমনই এক সুবিশাল প্যাণ্ডেল ল্যান্সবন্দী হলো সংবাদ মাধ্যমের। হাজারো পুতুল দিয়ে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে গ্রামে তৈরী হচ্ছে ক্লাবের পূজো মণ্ডপ। নবদ্বীপের শিল্পীদের দ্বারা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে পুতুলের প্যাণ্ডেল। গ্রামীন এলাকার এই পূজোতে থাকছে মহিলা ঢাকীর বিশেষ আকর্ষন। স্থানীয় মৃৎ শিল্পীদের দ্বারা তৈরী হচ্ছে দেবী প্রতিমা। ক্লাব সম্পাদক চঞ্চু পাল এবং সদস্য বাবন দাশগুপ্তরা জানিয়েছেন, এবছর তাদের ৩১তম পূজোর আয়োজন। বরাবরের মতোই এবারও পূজোকে অন্যমাত্রায় পৌছে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন তারা। বিগত একমাস ধরে চলে আসছে তাদের প্যাণ্ডেল নির্মানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতল২৫ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
৭ আশ্বিন,বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পানীয় জলের মজুদ ভাণ্ডার নিয়ে শঙ্কা

পানীয় জল মানব জীবনে অপরিহার্য। জল ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জল মানেই পানীয় বলা যায় না। পরিশ্রুত জলই একমাত্র পান করিবার উপযোগী। কিন্তু ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়নের কবলে পরিয়া পানীয় জল নিয়া সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সংকট দূর করিবার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা সেইসব পদক্ষেপ কিন্তু গৃহীত হইতেছে না। জনসচেতনতাই একমাত্র সংকট মোকাবেলার উপায়। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সারা দেশে পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বিভিন্ন রিপোর্টেও তাহার প্রমান মিলেতেছে। পানীয় জলের সংকট মোকাবিলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বড় ধরনের সংকটের সম্মুখীন হইবে। বিশেষ করিয়া পানীয় জলের অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য জনসচেতনতা বাড়াইতে হইবে। সরকার উদ্যোগই এর জন্য যথেষ্ট নয়। জনগণকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে। অন্যতায় নিজেদের পাপের বোঝা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বহন করিতে হইবে। এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করিতে হইবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি জলসংকট দেখা দিবে, এমনটাই আশঙ্কা করিল রাষ্ট্রসংঘ। একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এখনই বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যাটা লাগাইয়া বাড়িবে বলিয়াই আশঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের। তাহাদের পেশ করা রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি পানীয় জলের অভাব দেখা যাইবে। তাহার কারণ, বিশুদ্ধ জলের ব্যাপক অপচয় ঘটে এইদেশে। ঠিক কী পরিসংখ্যান উঠিয়া আসিয়াছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে? সেখানে বলা হইয়াছে, এশিয়ার ৮০ শতাংশ মানুষই বিশুদ্ধ জলের সমস্যায় পড়েন। মূলত চিন, পাকিস্তান ও ভারতেই পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। সেই কারণেই ধীরে ধীরে পানীয় জলের ভাণ্ডার শেষ হইয়া যাইবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই পানীয় জল নিয়া বিশ্বের সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত দেশ হইবে ভারত।

কেন এমন সমস্যা দেখা দিবে ভারতে? রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে দাবি, "প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জলের ব্যবহার হয় ভারত-সহ এশিয়ার একাধিক দেশগুলিতে। ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জলের অপচয়ও ঘটে। এছাড়াও দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মতো একাধিক কারণে জলের ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হইয়া যাইতেছে।"জলের সমস্যার ব্যাপক প্রভাব পড়িবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নেপালের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু আগামী দিনে সীমান্ত সংলগ্ন নদীর জল ব্যবহার ঘিরিয়া নানা দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে বলিয়াও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়িতে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, ছিঁড়ে গেল বৈদ্যুতিক তারও

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের লাইনচ্যুত মালগাড়ি! মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ির নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। ওই মালগাড়িটির বেশ কিছু কামরা লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক তারও ছিঁড়ে গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।এদিন সকালে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ঢোকার মুখেই লাইনচ্যুত হয়ে যায় মালগাড়িটি। মালগাড়িটি অসম থেকে নিউ জলপাইগুড়ির দিকে আসছিল। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেলের বৈদ্যুতিক খুঁটি। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে রেল। রেললাইন থেকে নেমে যায় কয়েকটি চাকা। লাইনের ধারে যে বিদ্যুতের খুঁটি ছিল, সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর জেরে ওই রুটে সকাল থেকে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেল জোনের সিপিআরও জানিয়েছেন, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়ে যায় খালি মালগাড়ির ৫টি বগি। অন্য রুটে ট্রেন চালানো হয়, ট্রেন চলাচল প্রভাবিত হয়নি। অলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-সহ অন্যান্য রেল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট মুকেশ কুমার বলেছেন, মঙ্গলবার সকাল ৬.২০ মিনিট নাগাদ মালগাড়িটি লাইনচ্যুত হয়। হতাহতের কোনও খবর নেই।

আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১৫০ বর্ষপূর্তিতে বিশেষ অনুষ্ঠান

কলকাতা ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১৫০ বর্ষপূর্তি। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের সূচনা। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। স্থানীয় সাংসদ মালা রায়, পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত, সহ চেয়ারপার্সন ডঃ মারিয়া ফার্নান্ডেজ, সচিব মনোজ আগরওয়াল, প্রধান মুখ্য বনপাল নিরজ সিঙ্ঘল প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য, দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়া আলিপুর চিড়িয়াখানার ১৫০ বছর পূর্তিতে নানাভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণ করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের সাহায্য নিয়েই বছরভর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে। একাধিক কর্মসূচি রয়েছে আজকের দিনে। রাই বাহাদুর রাম ব্রম্ভ সান্যাল এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়াও বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করবে কর্তৃপক্ষ। বন্যপ্রাণের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে নতুন এনক্লোজার চালু ও একটি নতুন গেটের উদ্বোধন করা হবে। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সূচনা হবে। আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রকৃতি তথ্য কেন্দ্রে আজ সারাদিনের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

মেয়েকে নিয়ে বোলপুরের বাড়িতে ফিরলেন অনুব্রত, কার্য্যালয়ে পৌঁছে কেঁদে ফেললেন দাপুটে নেতা

বোলপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাড়ি ফিরলেন, কার্য্যালয়ে গেলেন, আর কেঁদে ফেললেন বীরভূমের দাপুটে নেতা হিসেবে পরিচিত অনুব্রত মণ্ডল। একইসঙ্গে জানালেন, শরীর তাঁর ভালো নেই। শরীর সায় দিলে 'দিদি'-র (মুখ্যমন্ত্রী) সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে বোলপুরের বাড়িতে পৌঁছলে অনুব্রতকে দেখতে ভিড় জমান দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। উল্লেখ্য, গরু পাচার মামলায় কিছু দিন আগেই একাধিক শর্তে জামিন পেয়েছেন অনুব্রত। তার আগেই জামিন পান অনুব্রতর মেয়ে সুকন্যাও। মঙ্গলবার বাবা ও মেয়ে কলকাতা থেকে সড়কপথে বাড়িতে ফিরেছেন।সোমবার রাতে দিল্লির তিহাড় জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে ফেরেন তিনি। দুই বছরেরও বেশি সময় পরে বীরভূমে ফিরলেন অনুব্রত মণ্ডল। প্রথমে আসানসোল সংশোধনাগারে এবং তার পর প্রায় দেড় বছর দিল্লির তিহাড় জেলে বন্দি ছিলেন তিনি। তিহাড় থেকে মুক্তির পর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলের সঙ্গে সোমবার রাতের বিমানেই কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার ভোরে পৌঁছন কলকাতায়। দমদম বিমানবন্দরে অবতরণের পর ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ সোজা বীরভূমের উদ্দেশে রওনা দেন অনুব্রত। সঙ্গে ছিলেন সুকন্যা এবং অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ আরও কয়েক জন নেতা। সকাল ৯টা নাগাদ সড়কপথে বর্ধমান হয়ে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে ফেরেন তিনি।

মঙ্গোলদের হাতে ধ্বংস হওয়ার আগে কেমন ছিল বাগদাদের বিখ্যাত লাইব্রেরি?

তারেকুজ্জামান শিমুল

ঘটনাটি ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি একটি সময়ের। মঙ্গোল সৈন্যবাহিনীর টানা অবরোধের মুখে আত্মসমর্পণ করেন আব্বাসীয় বংশের শাসক আল মুস্তাসিম।

এরপরের ইতিহাসটা হয়তো অনেকেরই জানা।

ইতিহাসবিদদের মতে, দখল নেওয়ার পর মঙ্গোল সেনাপতি হুলেগু খান, যিনি হালাকু খান নামেও পরিচিত, তার নেতৃত্বে মঙ্গোল সেনারা আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, ধ্বংস করে ফেলা হয় গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য স্থাপনা।

ধ্বংসপ্রাপ্ত সেইসব স্থাপনার মধ্যে 'বাইত আল-হিকমাহ' নামের একটি লাইব্রেরিও ছিল, যাকে ইসলামের স্বর্ণযুগের অন্যতম বড় নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

এটি এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সারা বিশ্বের পণ্ডিতরা সেসময় জ্ঞান চর্চার জন্য বাগদাদে উপস্থিত হতেন। ফলে শহরটি দ্রুতই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল বলে জানা যায়।

প্রাচীন সেই গ্রন্থাগারটির কোনো অবকাঠামোই এখন আর টিকে নেই।

১২৫৮ সালের শুরুর দিকে বাগদাদ দখলের পর মঙ্গোলরা লাইব্রেরিটি পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে।

গবেষকদের মতে, গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বইগুলোর বড় একটি অংশই তখন পুড়িয়ে ছাই করা হয়। বাকিগুলো ফেলে দেওয়া হয় শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা টাইগ্রিস বা দজলা নদীতে।

লোকমুখে গল্প প্রচলিত আছে যে, পুড়িয়ে ফেলার পরও এত বিশাল সংখ্যক বইয়ের পাণ্ডুলিপি তখন টাইগ্রিসে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল যে, সেগুলোর কালি মিশে নদীটির পানির রঙ কালো হয়ে গিয়েছিল।

যদিও বাস্তবে এমন কিছু আদৌ ঘটেছিল কি না, সেটি নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে গ্রন্থাগারটি যে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম বড় জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, সে বিষয়ে অধিকাংশ গবেষকই একমত হয়েছেন।

কিন্তু ধ্বংস হওয়ার আগে লাইব্রেরিটি দেখতে কেমন ছিল? সেখানে কী ধরনের বই পাওয়া যেত এবং সেগুলো সংগ্রহই-বা করা হয়েছিল কীভাবে?

কে প্রতিষ্ঠা করেছিল?

আরবি 'বাইত আল-হিকমাহ' শব্দের বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় 'জ্ঞানগৃহ'। পশ্চিমা ইতিহাসবিদ এবং গবেষকরা একে 'হাউজ অব উইজডম' নামেও ডেকে থাকেন।

প্রসিদ্ধ এই লাইব্রেরিটিকে ইসলামের স্বর্ণযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেটি গড়ে উঠেছিল আব্বাসীয় বংশের শাসনামলে।

ইতিহাসবিদদের মতে, শুরুর দিকে এটি ছিল আব্বাসীয় শাসকদের ব্যক্তিগত পাঠাগার, যা পরবর্তীতে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তবে শাসকদের মধ্যে ঠিক কে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তুলেছিলেন, সেটি নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে তিন ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে বলে একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ইউনিভার্সিটি ইসলাম মালয়েশিয়ার শিক্ষক ড. আদেল আবদুল আজিজ।

'ইসলামি গ্রন্থাগারগুলোর উপর বাইত আল হিকমাহর প্রভাব' শীর্ষক ওই প্রবন্ধে অধ্যাপক আজিজ বলছেন, আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় শাসক আবু জাফর আল মনসুরের সময়েই প্রথম 'বাইত আল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় বলে গবেষকদের অনেকে উল্লেখ করেছেন।

তাদের মতে, ব্যক্তিগত আগ্রহের জায়গা থেকেই ওষুধ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, প্রকৌশল, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্যসহ নানান বিষয়ের উপর বই সংগ্রহ শুরু করেন খলিফা আল মনসুর।

"তিনি বিজ্ঞান পড়ার বিষয়ে মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের মেধার বিকাশ সাধনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন," ইরাকি গবেষক এস আল দিয়াজির বরাত দিয়ে লিখেছেন অধ্যাপক আজিজ।

খলিফা আল মনসুরের শাসনামলে গ্রিক, ফার্সি, সংস্কৃতসহ আরও বেশ কয়েকটি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বই আরবিতে অনুবাদ করা শুরু হয়েছিল বলেও দাবি করেন গবেষকদের কেউ কেউ।

আর এভাবেই আব্বাসীয় দ্বিতীয় খলিফার সময় 'বাইত আল-হিকমাহ'র ভিত্তি রচিত হয়েছিল বলে দাবি করেন তারা। তবে ইতিহাসবিদদের দ্বিতীয় দলটি অবশ্য এই মতকে সমর্থন করছেন না।

তারা বলছেন, বাগদাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠেছিল আরও পরে, বিখ্যাত খলিফা হারুন আল রশিদের সময়ে।

"খলিফা হারুন আল রশিদের শাসনামলে বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গায় বেশ উন্নতি হয়েছিল, বিশেষত অনুবাদ আন্দোলনের সময়," বলছেন ইউনিভার্সিটি ইসলাম মালয়েশিয়ার শিক্ষক অধ্যাপক আজিজ। আরব, ইরান এবং সিরিয়া অঞ্চলের বহু পণ্ডিতকে একত্রিত করে আব্বাসীয় বংশের পঞ্চম খলিফা আল রশিদ অন্য ভাষার বহু বই আরবিতে অনুবাদ করিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।

'বাইত আল-হিকমাহ' যে খলিফা হারুন আল রশিদের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটির প্রমাণ হিসেবে গবেষকদের অনেকেই দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহর একটি লেখার বরাত দিয়ে থাকেন। ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ তার একটি গ্রন্থে আবু নবম শতকের মুসলিম পণ্ডিত ঈসা আল ওয়াররাকের উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি খলিফা আর রশিদ এবং আল মামুনের সময় 'বাইত আল হিকমাহ'র জন্য বিভিন্ন বইয়ের অনুলিপি তৈরি করতেন।

কিন্তু এমন প্রমাণ হাজির করার পরও গবেষকদের মধ্যে তৃতীয় একটি দল রয়েছেন যারা মনে করেন, পূর্বসূরিদের সংগ্রহ করা বই নিয়ে খলিফা হারুন আল রশিদের পুত্র আল মামুনই আসলে বাগদাদের লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ডি লেসি ইভানস ও' লিয়ারিও এই মতকে সমর্থন করেছেন।

মি. ওলিয়ারি বলছেন, খলিফা আল মামুন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেটির নাম তিনি দিয়েছেন "বাইত আল হিকমাহ'। সেখানে গ্রিক ভাষার বইগুলোর অনুবাদ করা হয়।"

মার্কিন ইতিহাসবিদ উইলিয়াম জেমস ডুরান্টসহ আরও অনেকের লেখাতেও প্রায় একই ধরনের মতামত পাওয়া গেছে বলে জানাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি ইসলাম মালয়েশিয়ার শিক্ষক আদেল আবদুল আজিজ।

"কাজেই এ কথা বলা যায় যে, আল মামুনের অনেক আগে থেকেই বাগদাদে 'বাইত আল হিকমাহ'র অস্তিত্ব ছিল। তবে সম্ভবত তার শাসনামলেই গ্রন্থাগারটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল," বলেন অধ্যাপক আজিজ। নবম শতকের বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে গবেষকরা জানতে পেরেছেন যে, আব্বাসীয় বংশের সপ্তম শাসক আল মামুন ইবনে হারুনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি এগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা বাড়িয়ে দেন, যার ফলে 'বাইত আল হিকমাহ'র সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রন্থাগারটি ছিল কোথায়? তৎকালীন লেখক ও ইতিহাসবিদদের একাধিক লেখায় 'বাইত আল হিকমাহ'র উল্লেখ পাওয়া গেলেও সেটির অবস্থান নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না।

তবে শুরুর দিকে যেহেতু এটি আব্বাসীয় খলিফাদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল, সেখান থেকেই ধারণা করা হয় যে, প্রথমদিকে এর অবস্থান ছিল রাজপ্রাসাদের ভেতরেই কোনও একটি জায়গায়। খলিফা হারুন আল রশিদের সময়েও পাঠাগারটি রাজপ্রাসাদের সঙ্গে ছিল বলে ধারণা ইতিহাসবিদদের।

তবে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন যে, ঠিক ভেতরে নয়, বরং রাজপ্রাসাদের গা ঘেঁষে গড়ে তোলা একটি বড় ঘরে বইগুলো রাখা হতো।

কিন্তু পরবর্তীকালে খলিফা আল মামুনের সময় যখন বইয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, তখন স্থানান্তর করে লাইব্রেরিটি বাগদাদের পূর্ব অংশে টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয় বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা।

ইরাকের স্থানীয় কয়েক জন গবেষকের বরাত দিয়ে অধ্যাপক আজিজ লিখেছেন যে, গ্রন্থাগারটি সরিয়ে আল রুসাফা নামক একটি স্থানে নেওয়া হয়, যেটি টাইগ্রিস নদীর পূর্বপাশে অবস্থিত ছিল।

যদিও লাইব্রেরিটি আদৌ সরিয়ে দূরে নেওয়া হয়েছিল কি না, সেটি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন যে, বইয়ের সংখ্যা বেড়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পর তৈরি করা নতুন ভবনটি রাজপ্রাসাদের কাছেই কোনও একটি জায়গায় নির্মাণ করা হয়ে থাকতে পারে। "হাউজ অব উইজডম ঠিক কোথায় বা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আসলে আমাদের জন্য খুব বেশি জরুরি নয়," বিবিসি ফিউচারকে বলেন যুক্তরাজ্যের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক জিম আল খলিলি।

তিনি আরও বলেন, "জরুরি হলো এসব বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোর ইতিহাস এবং সেগুলো কীভাবে আজ এ পর্যায়ে আসলো।"

দেখতে কেমন ছিল লাইব্রেরিটি? গবেষকদের বরাত দিয়ে অধ্যাপক আজিজ বলছেন, নতুন লাইব্রেরি ভবনটি ছিল পরিকল্পিত এবং বেশ নান্দনিক। "খলিফা আল মনসুরের সময় নির্মিত 'গোল্ডেন ক্যাসল' নিয়ে গবেষণাকালে 'বাইত আল হিকমায়' একটি চমৎকার স্থাপত্য পরিকল্পনা খুঁজে পেয়েছেন গবেষক মাহমুদ আহমাদ ডারবিশ," বলেন অধ্যাপক আজিজ।

সেখান থেকে জানা যায়, নতুন লাইব্রেরি ভবনে বই রাখার জায়গার পাশাপাশি মহাকাশ নিয়ে গবেষণার জন্য একটি মানমন্দিরও তৈরি করা হয়েছিল। গবেষকদের মতে, গ্রন্থাগারটির ভেতরে একটি বড় খোলা জায়গা ছিল। চারদিক দিয়ে সেটি দুই তলাবিশিষ্ট বেশ কয়েকটি বড় কক্ষ দিয়ে ঘেরা ছিল। ভবনের চারকোণে ছিল বড় বড় চারটি গম্বুজ। এছাড়া পাঠাগারের প্রধান ঘরটির উপরেও বিশাল আকারের একটি উঁচু গম্বুজ ছিল।

ভবনের নিচের তলায় দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো সারি সারি আলমারিতে বই রাখা হতো। এক্ষেত্রে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যসহ প্রতিটি বিষয়ের বইয়ের জন্য আলাদা তাক ছিল, যাতে সহজেই সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। লাইব্রেরিতে পড়াশোনার ব্যবস্থার পাশাপাশি ছিল অনুবাদ, অনুলিপি, বাঁধাই এবং লেখার জন্য আলাদা জায়গা ছিল।

এসব কাজের জন্য দক্ষ লোক নিয়োগ দেওয়া হতো, যারা বেশ ভালো বেতন পেতেন।

মুসলমানদের পাশাপাশি অন্য ধর্মের পণ্ডিতদেরও সেখানে কাজ করতে পারতেন বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। লেখক, অনুবাদক, ছাত্র এবং কর্মচারীদের জন্য ভবনের উপরের তলায় থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

নদীর কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় লাইব্রেরির চারপাশের পরিবেশও বেশ চমৎকার ও মনোরম ছিল বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা।

কী কী ধরনের বই ছিল?

গবেষকরা বলছেন যে, তৎকালীন সময়ে লিখিত জ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব বই-ই পাওয়া যেত 'বাইত আল হিকমা'তে।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস এবং সাহিত্যের বই।

বইয়ের সংখ্যার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য না পাওয়া গেলেও লাইব্রেরিটিতে কয়েক লাখ বই, পাণ্ডুলিপি এবং দলিলপত্র ছিল বলে ধারণা করেন ইতিহাসবিদরা। যদিও বইয়ের এই "লাখ" সংখ্যা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

অনেকে মনে করেন, গ্রন্থাগারটতে বইয়ের তুলনায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দলিলপত্রের সংখ্যাই বেশি ছিল।

তবে বিবিসি ফিউচার তাদের একটি প্রতিবেদনে বলছে যে, বর্তমানে লন্ডনের বৃটিশ লাইব্রেরি বা প্যারিসের বিবলিওতেক ন্যাসিওনালে যে পরিমাণ বইয়ের সংগ্রহ, অতীতে হাউজ অব উইজডমেও তেমনটি ছিল। মঙ্গোলদের আক্রমণের আগে সেসব গ্রন্থের মধ্যে অল্পকিছু সরানো সম্ভব হয়েছিল। এক্ষেত্রে গবেষকদের অনেকেই পারস্যের মুসলিম পণ্ডিত নাসিরুদ্দিন আল তুসির নাম উল্লেখ করেন, যিনি অল্প কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা যায়। বাগদাদের বড় লাইব্রেরিতে আরবি ভাষার অনেক মৌলিক বই ছিল।

তবে মোট সংগৃহীত বইয়ের বেশিরভাগই ছিল অন্য ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করা। দশম শতকের লেখক ও ইতিহাসবিদ ইবনে আল নাদিম তার 'আল ফিরিস্ত' নামক গ্রন্থে অন্তত ৬৭ জন অনুবাদকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা বাইত আল হিকমাহ'র জন্য কাজ করতেন।

এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৪৭ জনই কাজ করতেন গ্রিক ও সিরীয় ভাষার গ্রন্থ অনুবাদে।

সেসময়ের উল্লেখযোগ্য অনুবাদকদের মধ্যে আবু মাশার, হুনাইন ইবনে ইসহাক, ইবনুল আসসাম ও সাবিত ইবন কুররা, হাজ্জাজ ইবনে মাতির, আল কিন্দি, আল বুলবাকিসহ আরও অনেকের নাম পাওয়া যায়।

এর মধ্যে গ্রিক ভাষায় লেখা বই অনুবাদ করে আল কিন্দি এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক বেশ নাম করেছিলেন বলে জানা যায়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক বই অনুবাদ করা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বই হচ্ছে, গ্রিক চিকিৎসক পেডানিয়াস ডায়োস্কোরাইডসের 'ম্যাটেরিয়া মেডিকা'। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইরে, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ঔষধ, রসায়ন, এবং প্রকৌশল বিদ্যার বইও লাইব্রেরির সংগ্রহে ছিল।

আরও ছিল ধর্ম ও দর্শনের বই। এক্ষেত্রে কোরান-হাদিস ছাড়াও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বই সংগ্রহে রাখা হতো। পাশাপাশি অন্য ধর্মের ভাবনাও লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছিল বলে জানা যায়।

এখনকার মতো তখনও সাধারণ মানুষজন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তে পারতেন, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকে বই ধারও দেওয়া হতো।

অনুবাদ বই ছাড়াও লাইব্রেরিতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মৌলিক বইয়ের পাণ্ডুলিপি, স্থাপত্যের নকশা, মানচিত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি রাখা হতো বলে জানাচ্ছেন ইতিহাসবিদরা।

কীভাবে এত বই সংগ্রহ হয়েছিল? বাগদাদের বড় লাইব্রেরিটি সমৃদ্ধ করার পেছনে অনুবাদ আন্দোলনের ভূমিকা বড় করে দেখে থাকেন ইতিহাসবিদরা। মূলত অষ্টম শতকে বাগদাদে এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আব্বাসীয় খলিফারা নিজেই। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও মতের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর মাধ্যমে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করা।

এই আন্দোলনের ফলে তখন ফার্সি, গ্রিক, ল্যাটিন, সিরীয়, মিশরীয়, চিনা, সংস্কৃতসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বই আরবিতে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছিল বলে জানান গবেষকরা। প্রায় দেড়শ বছর ধরে চলা অনুবাদ আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল ফার্সি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই অনুবাদের মাধ্যমে।

আব্বাসীয় শাসকরা আরবি ভাষায় লিখিত বই সংগ্রহ করার পাশাপাশি ফার্সির বইগুলো মাতৃভাষায় রূপান্তরের উদ্যোগ নেন। এরপর ধীরে ধীরে অন্য ভাষার বইগুলোও আস্তে আস্তে অনুবাদ হতে থাকে।

এক্ষেত্রে অন্য ভাষার মূল বই কেনা, অনুলিপি তৈরি করা, এমনকি ধার করে এনেও অনেক সময় অনুবাদ করা হতো।

"আব্বাসীয় শাসকরা বই কেনার জন্য চুক্তি করেছিলেন এবং এর জন্য উচ্চমূল্যও প্রদান করেছিলেন, বিশেষত খলিফা আল মামুনের সময়ে," বলেন গবেষক ড. হাসান আহমদ মাহমুদ। যুদ্ধজয়ের মাধ্যমেও কিছু বই সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে বলেও ধারণা করেন ইতিহাসবিদরা। অনুবাদ করার পর সেটিও কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করা হতো, যাতে একটি নষ্ট হয়ে গেলেও অন্যটি সংরক্ষণ করা যায়। নবম শতকে খলিফা আল মামুনের সময় আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। বাইত আল হিকমাহতে গ্রিক ভাষা থেকে অনুবাদ করা বইয়ের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। তখন যাদের কাছে গ্রিকভাষার বই ছিল, চিঠি পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে বই ধার করে আনার নজিরও পাওয়া গেছে বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। এর একটি কারণ হিসেবে তারা বলছেন, জ্ঞানচর্চার এক পর্যায়ে আরবরা গ্রিক মনীষীদের দর্শন, সাহিত্য এবং চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে গ্রিক ভাষার বই আরবিতে অনুবাদের জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উচ্চ বেতনে পণ্ডিত নিয়োগ দেন আব্বাসীয় শাসকরা। মূলত সেই কারণেই কয়েক দশকের মধ্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটিস, টলেমি, পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, গ্যালেন, ইউক্লিড-সহ অসংখ্য মনীষীর লেখা গ্রিক ভাষার আকরগ্রন্থগুলো তখন আবরিতে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করেন ইতিহাসবিদরা।

'বইয়ের ওজনে স্বর্ণ'

কথিত আছে যে, অন্য ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কোনও জ্ঞানগ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করলে সেই গ্রন্থের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন আব্বাসীয় বংশের শাসকরা।

ইউনিভার্সিটি ইসলাম মালয়েশিয়ার শিক্ষক অধ্যাপক ড. আদেল আবদুল আজিজ বলছেন,"গ্রিক ভাষার প্রাচীন গ্রন্থগুলো অনুবাদের জন্য খলিফা আল মামুন তৎকালীন বিখ্যাত অনুবাদক হুনাইন ইবনে ইসহাককে বইয়ের ওজনে স্বর্ণ প্রদানের এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে একাধিক সূত্রে উল্লেখও করা হয়েছে।"

যদিও এর পক্ষে শক্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানাচ্ছেন পশ্চিমা গবেষকরা। তবে লেখক, গবেষক এবং অনুবাদদেরকে যে তাদের কাজের জন্য সেসময় মোটা অঙ্কের বেতন দেওয়া হতো, সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় না।

মার্কিন ইতিহাসবিদ উইলিয়াম জেমস ডুরান্টের লেখা থেকে জানা যায় যে, খলিফা আল মামুনের সময়ে 'বাইত আল হিকমাহ'র ব্যয় স্বর্ণ-রোপ্য মিলে প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রায় পৌঁছেছিল। শাসকদের পাশাপাশি বিদ্যানুরাগী ধনী ব্যক্তিরাও লাইব্রেরির তহবিলে অর্থ দান করতেন বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। বিবিসি ফিউচারের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, 'হাউজ অব উইজডমে'র কারণে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিত, গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা বাগদাদে হাজির হতে শুরু করেন। ফলে ক্রমেই লাইব্রেরিটি জ্ঞান চর্চার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে এবং বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার ক্ষেত্রে সেটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক কেন্দ্রে পরিণত হয়। একই সঙ্গে সেটি প্রকাশের স্বাধীনতারও প্রতীক হয়ে উঠে। এর কারণ সেখানে ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে বিদ্বানরা ঢুকতে পারতেন এবং পড়াশোনা- গবেষণার অনুমতিও পেতেন। নবম শতকের পর লাইব্রেরিটি ক্রমেই একটি একাডেমিতে পরিণত হয়।

'বাইত আল হিকমাহ'তে তখন মানবিক ও বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা, রসায়ন, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলা, এমনকি আলকেমি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো বিষয়েরও চর্চা হতে থাকে। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা থেকে তখন মুসলিম বিশ্ব তাদের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম সময়ে পৌঁছায়, যা "ইসলামের স্বর্ণযুগ" নামে পরিচিত। বিখ্যাত গণিতবিদ আল খারিজমি এই সময়েই 'কিতাবুল জাবর' লিখেছিলেন, যা পরবর্তীতে গণিতশাস্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইতালীয় পণ্ডিত ফিবোনাচ্চি-সহ পশ্চিমের অসংখ্য মনীষীকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বলে জানা যায়।

গণিতে অসাধারণ অবদানের জন্য আল খারিজমিকে প্রায়শই "বীজগণিতের জনক" ডাকা হয়ে থাকে। মুসলিম দার্শনিক আল জাহিজের নামও বেশ জোরে উচ্চারিত হয়, যিনি ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনেরও প্রায় এক হাজার বছর আগে প্রাণিদের বিবর্তনের উপর 'কিতাব আল-হায়ওয়ান' নামে একটি বই লিখেছিলেন।

এছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার জন্য হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল কিন্দি, আল-মালিক, বনু মুসা, মুহাম্মদ জাফর ইবনে মুসা, ইবনে আলি, আল জাজারি প্রমুখ মনীষীর নাম স্মরণ করা হয়।

জ্ঞানের জগতে তাদের অবদানের পেছনে 'বাইত আল হিকমাহ'র ভূমিকা রয়েছে। তবে সেই ভূমিকা কতটুকু, সেটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা টিকিটহীন যাত্রীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩৪.০৬ কোটি টাকারও অধিক সংগ্রহ

মালিগাঁও, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: প্রকৃত যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত, আরামদায়ক ভ্রমণ ও উন্নত পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে জোরদার টিকিট পরীক্ষার অভিযান চালিয়ে আসা হচ্ছে। টিকিটবিহীন ও অনিয়মিত ভ্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি প্রকৃত যাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি করা এমন ধরনের কার্যকলাপকে নিরুৎসাহিত এবং প্রতিরোধ করতে এই ধরনের অভিযান চালানো হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে ২০২৪-এর ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে টিকিটবিহীন/অনিয়মিত টিকিটের ৩৯৬১০১ সংখ্যক যাত্রী চিহ্নিত করা হয়েছে, এর ফলে অপরাধীদের কাছ থেকে ভাড়া ও জরিমানা হিসেবে ৩৪.০৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। গত ২০২৩ এপ্রিল থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৯৪০৭৬ সংখ্যক শনাক্ত ঘটনা থেকে ৩৩.৭৮ কোটি টাকা উপার্জন করা হয়েছিল। এভাবে বিগত বছরের একই সময়ের তুলনামূলক হিসেবে ০.৫১ শতাংশের বেশি ঘটনা শনাক্ত করা হয় এবং বর্তমান সংশ্লিষ্ট সময়কালে অপরাধীদের কাছ থেকে জরিমানা ও ভাড়া হিসেবে ০.৮২ শতাংশ বেশি উপার্জন হয়। বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যে উপযুক্ত ভ্রমণ টিকিট ছাড়া যাত্রা করার জন্য অননুমোদিত যাত্রীদের বিরুদ্ধে ০৩টি সারপ্রাইজ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের সময় ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৭ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং রেলওয়ে আইন লংঘন করার অভিযোগে ১৬১ জন ব্যক্তির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। অননুমোদিত যাত্রীদের উপর আরোপ করা জরিমানার মধ্যে সরকারি চার্জের পাশাপাশি ভাড়া ও জরিমানা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনটি ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা মোট অর্থরাশি হলো ১০.৫৮ কোটি টাকা। উপযুক্ত টিকিট ছাড়া অথবা অনুমোদিত দূরত্বের বাইরে ভ্রমণ করলে অতিরিক্ত শুল্ক এবং ভাড়া আরোপ করা হতে পারে। যদি একজন যাত্রী দাবি অনুযায়ী সেই অর্থ দিতে ব্যর্থ হন অথবা দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে খেলাপি হবেন এবং রেলওয়ে আইন ১৯৮৯-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির অধীনে তাঁর বিচার প্রক্রিয়া করা হবে।অসুবিধা এড়ানোর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে উপযুক্ত ও বৈধ টিকিট এবং বৈধ পরিচয়পত্র সাথে নিয়ে ভ্রমণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এখন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যাত্রীরা নিজেদের স্মার্ট ফোন থেকে আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। ইউটিএস অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যানড্রয়েড ও অ্যাপল অ্যাপ-স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে মালগাড়ি লাইনচ্যুত, ব্যাহত ট্রেন চলাচল

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জলপাইগুড়ির নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত। ঘুরপথে চালানো হচ্ছে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন। যার মধ্যে রয়েছে- ১৫০৭৮ গোমতিনগর-কামাখ্যা এক্সপ্রেস, ১৫৯৬১ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরুপ এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭ শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, ১২৫০৬ আনন্দ বিহার- কামাখ্যা এক্সপ্রেস। এই ট্রেনগুলি মাথাভাঙা-নিউ কোচবিহার দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে নিউ কোচবিহার- মাথাভাঙা- রানীনগর দিয়ে। সেগুলি হল- ২০৫০১ তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস, ১৪০৩৭ পূর্বাতর সর্মক ক্রান্তি এক্সপ্রেস, ১২৪২৩ ডিব্রুগড়- নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, ১২৫১০ গুয়াহাটি- বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস, ২০৫০৫ ডিব্রুগড়- নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। দুটি দূরপাল্লার ট্রেনকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি- শিলিগুড়ি- নিউ মাল-হাসিমারা-আলিপুরদুয়ার জংশন-সিমূলতলা হয়ে। ট্রেনগুলি হল- ১৫৬২৫ দেওঘর- আগরতলা এক্সপ্রেস, ১৫৯০৪ চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। একটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আংশিক বাতিল করাও হয়েছে। ট্রেনটি হল- ১৫৭০৪ বনগাইগাঁও- নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস। ট্রেনটি কোকরাঝড়- নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে মঙ্গলবার বাতিল থাকবে বলেই জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ির নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। ওই মালগাড়িটির বেশ কিছু কামরা লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক তারও ছিঁড়ে গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।এদিন সকালে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ঢোকার মুখেই লাইনচ্যুত হয়ে যায় মালগাড়িটি। মালগাড়িটি অসম থেকে নিউ জলপাইগুড়ির দিকে আসছিল। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেলের বৈদ্যুতিক খুঁটি। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে রেল। রেললাইন থেকে নেমে যায় কয়েকটি চাকা। লাইনের ধারে যে বিদ্যুতের খুঁটি ছিল, সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর জেরে ওই রুটে সকাল থেকে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেল জোনের সিপিআরও জানিয়েছেন, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়ে যায় খালি মালগাড়ির ৫টি বগি। অন্য রুটে ট্রেন চালানো হয়, ট্রেন চলাচল প্রভাবিত হয়নি। অলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-সহ অন্যান্য রেল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট মুকেশ কুমার বলেছেন, মঙ্গলবার সকাল ৬.২০ মিনিট নাগাদ মালগাড়িটি লাইনচ্যুত হয়। হতাহতের কোনও খবর নেই।

নিউইয়র্কে বিক্ষোভের মুখে মহম্মদ ইউনূস, স্লোগান তুললেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা

নিউইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিউইয়র্কে বিক্ষোভের মুখে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূস। প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্লোগান তোলেন, হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানান প্রবাসী বাংলাদেশিরা।বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূস নিউইয়র্কের যে হোটেলে উঠেছিলেন, সেই হোটেলের বাইরে বাংলাদেশি নাগরিকরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। এছাড়াও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় ইউনূসের বিরুদ্ধে স্লোগানও দেন তাঁরা।শেখ জামাল হুসেন নামে একজন বিক্ষোভকারী বলেছেন, 'মহম্মদ ইউনূস অসাংবিধানিকভাবে, বেআইনিভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। তিনি নোংরা রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন এবং অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেননি। আমরা বিনীতভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে অনুরোধ করছি, তিনি এখানে বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্ব করেননি।'

পলাতক আসামী সন্ধানের বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, পলাতক আসামীর নাম শ্রী সঙ্কর মনি দেব, পিতা- মৃত শ্যামা চরন দেব, ঠিকনা- গুশাই টিলা, থানা- মনু, জেলাঃ ধলাই ত্রিপুরা। অনেক খোঁজা খুঁজির পরও উক্ত আসামী কে খোঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত পলাতক আসামীকে মহামন্য আদালত কর্তিক ফেরার আসামী ঘোসনা করা হইয়াছে এবং তাকে যথা সময়ে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নিরর্দেশ দিয়েছেন মহামন্য আদালত।

উক্ত পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগ ঠিকানাঃ পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা,
দুরাভাষনম্বর ঃ ০৩৮২৬ ২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬ ২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
৮৭৩১৮০০৪৭৭ (মোবাইল) পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা

Invitation

Swachh Bharat Mission (SBM) 3(three) days Cultural Fest-2024 Theme- Swabhav Swachhata Sanskar Swachhata Organized by Mohanpur Municipal Council in-collaboration with All Blocks, SDM office & ICA deptt. Date:- 25-27" September,2024 Venue: Mohanpur Class —X!I School Ground, Mohanpur, West Tripura

Opening Ceremony

Date:- 25 September,2024 Time- 5.00 PM
Hon'ble Minister Power,
Inaugurator and Chief Guest: Sri. Ratan Lal Nath, H 's Welfare & etc. Dptt., Govt. of Tripura Agriculture & Farmer' IAS , Hon'ble DM & Collector, West Tripura
Special Guest:- Dr. Vishal Kumar, Hoble Director , Urban Development Deptt.
Sri. Rajat Pant , IAS, Honble
Guest of Honour:- Sri. Rakesh Deb, Hon'ble Chairman, Mohanpur Panchayat Samiti
Sri. Dipak Kumar Singha , Hon'ble Chairman, Bamutia Panchayat Samiti
Sri. Ranabir Debbarma, Hon'ble Chairman, Lefunga BAC
Sri. Sunil Debbarma, Hon'ble Chairman, Hezamara BAC
Sri. Sankar Deb, Hon'ble Vic-Chairperson, Mohanpur Municipal Council
Sri. Sanjib Kumar Das, Hon'ble Vic-Chairman, Mohanpur Panchayat Samiti
Sri. Joylal Das, Hon'ble Member, PTZP
Sri. Dhirendra Debnath, Eminent Social Worker
President: - Smt. Anita Debnath, Hon'ble Chairperson, Mohanpur Municipal Council
Your kind presence is eamestly solicited.
ICA/D/982/24

(Sri. Subhash Dutta)
Chief Executive Officer
Mohanpur Municipal Council *
(Sub-Divisional Magistrate, Mohanpur)

অযোধ্যায় দীপোৎসবের প্রস্তুতি শুরু, এবারের দ্বীপ প্রজ্জ্বলন ঐতিহাসিক করা লক্ষ্য

অযোধ্যা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছে দীপোৎসব ২০২৪-এর প্রস্তুতি। এবারের দীপোৎসবকে ঐতিহাসিক করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রদীপ কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে এবং তা চলছে জোরকদমে।ডেপুটি ডিরেক্টর আঞ্চলিক পর্যটন অফিসার রাজেন্দ্র প্রসাদ যাদব বলেছেন, এই বছর আমরা অযোধ্যায় ২৫ লক্ষ ''দিয়া'' জ্বালানোর রেকর্ড করার চেষ্টা করছি। ''সরযূ মহা আরতি'' আয়োজন করা হবে এবং আরও অনেক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। আমরা সর্বদা স্থানীয় কুমোরদের কাছ থেকে ''দিয়া'' কিনি এবং এবারও আমরা তাঁদের কাছ থেকেই দিয়া কিনব।'অযোধ্যার বিধায়ক বেদ প্রকাশ গুপ্তা বলেছেন, 'এবারের দীপোৎসব হবে ঐতিহাসিক। প্রতি বছর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে দীপোৎসবের উৎসব নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে। এবার দীপোৎসবে ২৫ লক্ষ ''দিয়া'' প্রজ্জ্বলিত হবে। এটি সমগ্র দেশ এবং বিশ্বের জন্য একটি আশ্চর্যজনক মুহূর্ত হবে।'

দ্বিতীয় দফার ভোট দিতে প্রস্তুত জম্মু ও কাশ্মীর, ভোটের সামগ্রী নিয়ে রওনা ভোটকর্মীরা

শ্রীনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে উপত্যকায়। সীমান্ত-সহ নানা স্থানে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। জম্মু ও কাশ্মীরের ৬টি জেলার ২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটাররা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মুখিয়ে আছেন।এই পর্বে জম্মু বিভাগের রিয়াসি, রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার পাশাপাশি কাশ্মীর উপত্যকার শ্রীনগর এবং বদগামে ভোটগ্রহণ হবে। ইভিএম-সহ ভোটের সামগ্রী নিয়ে ভোটকেন্দ্রে

কুশিনগরে জালনোট চক্রের পর্দাফাঁস, পুলিশ গ্রেফতার করলো ১০ জনকে

কুশিনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কুশিনগর জালনোট চক্রের পর্দাফাঁস করলো পুলিশ। এই জালনোট পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণে জালনোট। এই গ্যাংয়ের নেপালের অবাধ যাতায়াত ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।কুশিনগরের পুলিশ সুপার সন্তোষ মিশ্র বলেছেন, কুশিনগর জেলায় জালনোট চক্রকে পাকড়াও করা হয়েছে। মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৬.৫ লক্ষ টাকার বেশি জালনোট, এক লক্ষের বেশি নগদ টাকা, ১০টি দেশীয় পিস্তল, ৩০টি তাজা গুলি ও ১২টি ব্যবহৃত গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু সিম কার্ড, ল্যাপটপ ও সুতলি বোমা উদ্ধার হয়েছে।'পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, ধৃত ১০ জনের নাম - মহম্মদ রফিক খান ওরফে বাবলু খান, আওরঙ্গজেব ওরফে লাদেন, নওশাদ খান ওরফে মহম্মদ রফি আনসারি, শেখ জামালুদ্দিন, নিয়াজউদ্দিন, রেহান খান, হাশিম খান, শিরাজ, হাসমতি এবং পারভেজ ইলাহি। এরা সবাই জালনোটের লেনদেন করত। জালনোট এবং বেআইনি অস্ত্র ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে তাদের (অপরাধীদের) নামে জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য হুমকি দেয়। তাদের কাছ থেকে নেপালের নোটও উদ্ধার করা হয়েছে।'

আর্জি খারিজ করলো হাইকোর্ট, মুডা জমি দুর্নীতি মামলায় বিপাকে সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মুডা জমি দুর্নীতি মামলায় বিপাকে পড়লেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। এই দুর্নীতিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল। সেই নির্দেশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। মঙ্গলবার সিদ্দারামাইয়ার আর্জি খারিজ করে দিয়েছে কর্ণাটক হাইকোর্টের নাগপ্রসন্ন বেঞ্চ।মুডা কেলেঙ্কারিতে অভিযোগকারী টি জে আব্রাহামের আইনজীবী রঙ্গনাথ রেড্ডি বলেছেন, 'কর্ণাটকের রাজ্যপালের অনুমোদনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আবেদন খারিজ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত লোকায়ুক্তকে বিশেষ আদালতের সামনে নিয়ে আসা হবে এবং তারপরে আমরা ভাবব এটি সিবিআই অথবা অন্য কোনও তদন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে কিনা।' কর্ণাটকের মন্ত্রী রামালিঙ্গা রেড্ডি বলেছেন, 'আমাদের আইনের প্রতি আস্থা আছে। আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পাশে আছি।'

ক্যাগ সংবিধান প্রণেতাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) সংবিধান প্রণেতাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। এই অভিমত পোষণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেছেন, ক্যাগ নৈতিক আচরণের কঠোর নিয়ম অনুসরণ করে, যা এর কার্যকারিতার সর্বোচ্চ ক্রম নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারি অর্থের কার্যকর নিরীক্ষার জন্য সময়োপযোগীতা সমান গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জোর দিয়ে বলেছেন, নিরীক্ষাকে প্রযুক্তিগত বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে যাতে তার তদারকি কার্যগুলি কার্যকরভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে এশিয়ান অর্গানাইজেশন অফ সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশন-এর ১৬ তম অধিবেশনের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি-চালিত বিশ্বে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও বেশি সংখ্যক জনসেবা প্রদান করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আমাদের সকলের জন্য একজন অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশনগুলির জন্যও তিনি আদর্শ হওয়া উচিত।'

বদ্রীনাথ ধামের কাছে নদীতে তলিয়ে গেল বাবা-ছেলে

বদ্রীনাথ, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মালয়েশিয়া থেকে চার ধাম যাত্রায় এসে বিপত্তি। বদ্রীনাথ ধামের গান্ধী ঘাটের কাছে নদীতে তলিয়ে গেলেন বাবা ও ছেলে। বাবা সুরেশ চন্দ্রকে উদ্ধার করা গেলেও তাঁর ছেলে ডাঃ বলরাজ এখনও নিখোঁজ।
জানা গিয়েছে, মালয়েশিয়া থেকে তীর্থ করতে চার ধাম যাত্রায় এসেছিলেন সুরেশ চন্দ্র এবং তাঁর ছেলে। আচমকাই নদীতে তলিয়ে যান তাঁরা। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সহায়তায় সুরেশকে উদ্ধার করা হয়। এখনও অনুসন্ধান অভিযান চালাচ্ছেন রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA Advt. No. 08/2024

Online applications are invited from bonafide citizens of India for recruitment to the post of Assistant Professor, Group-A (Gazetted) for Regional College of Physical Education, Panisagar, North Tripura under Education (YAS) Department, Govt. of Tripura.
For further details please visit https://tpsc.tripura.gov.in
The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(Dr. T.K. Debnath, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

NIT NO: e-PT-10/W/EE/ RD-DIV/JRN/2024-25 Dt. 20/09/2024.

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/ rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 04/10/2024 for 01(ONE) no work. For details, visit website https:/ /tripuratenders.gov.in and contact at 9774186723. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-1771/24

Jirania, West Tripura

PNIT NO: e-PT-XIX/EE/RD/ ABS/2024-25 DATED-13/ 09/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa,Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 30/09/ 2023 for 04 (four) Nos. Internal Electrification work at different locations of R.D. Ambassa Division under the jurisdiction of R.D Ambassa Division. For details visit website https:// tripuratenders.gov.in and contact at M-09862637901 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-1765/24

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division.

PNIeT No : 57/EE/CCD/PWD/2024-25, Dated, 20-09-2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TT, 'AADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Operation and Maintenance of Mini LR.P. including R.O. (Reverse Osmosis) 26 (Twenty Six) sets for water supply at New Secretariat Complex for 02 (Two) years during the year 2024-25 (2 call). For Details visit website https:// tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 22/ DNIT/EE/CCD/PWD/2024-25
Estimated Cost : Rs/-5,57,557.00 Earnest Money : Rs/- 11,151.00 and Time for completion : 730 (seven hundred thirty) days
Last date & time for online Bidding : 04-10-2024 upto 3:00 PM
ICA/C-1776/24

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD (Buildings)
Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 11/EE/WRD-I/e-tender/2024-25.

The Executive Engineer, WRD-I, Kunjaban, Agartala on behalf of the online percentage rate e-tender from the eligible Central & State public secto1 eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropr: PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other State & C experience in similar nature of work on 07-

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 04/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/ DNIeT/2024-25	₹ 3,00,63,844.00	₹ 6,01,277.00	18 (Eighteen) months.
2	DNIeT No: 05/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/ DNIeT/2024-25	₹ 2,71,27,885.00	₹ 5,42,558.00	18 (Eighteen) months.
3	DNIeT No: 06/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/ DNIeT/2024-25	₹ 2,58,09,981.00	₹ 5,16,200.00	18 (Eighteen) months.
4	DNIeT No: 05/ACE/P&DU/PWD(WR)/ DNIeT/ 2024-25	₹ 1,55,53,804.00	₹ 3,11,076.00	12 (Twelve) months.
5	DNIeT No: 06/ACE/P&DU/PWD(WR)/ DNIeT/ 2024-25	₹ 1,55,27,126.00	₹ 3,10,543.00	12 (Twelve) months.
6	DNIeT No: 07/ACE/P&DU/PWD(WR)/ DNIeT/ 2024-25	₹ 1,48,04,359.00	₹ 2,96,087.00	12 (Twelve) months.
7	DNIeT No: 53/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 70,26,882.00	₹ 1,40,538.00	12 (Twelve) months.
8	DNIeT No: 56/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 83,90,675.00	₹ 1,67,814.00	12 (Twelve) months.
9	DNIeT No: 63/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 39,31,868.00	₹ 78,637.00	06 (Six) months.
10	DNIeT No: 64/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 92,61,438.00	₹ 1,85,229.00	06 (Six) months.
11	DNIeT No:67/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 39,31,868.00	₹ 78,637.00	06 (Six) months.
12	DNIeT No:71/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25 (2nd Call)	₹ 47,84,736.00	₹ 95,695.00	06 (Six) months

1. Last date & time for online Bidding:- 17/10 /2024 upto 3:00 PM.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 18/10/2024 at 4:00 PM (if possible)
The bid forms and other details including online activities should be done in the https://tripuratenders.gov.in e-procurement portal
Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.

FOR & ON BEHALF OF TI POVRRNOR OF TRIPURA

ICA/C-1761/24

(Er. Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-I,
Kunjaban, Agartala, Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অনলাইনেই কেনাকাটা কী কী সাবধানতা না নিলেই বিপদ?

রোজকার ব্যস্ত জীবনযাপনে দু'দণ্ড সময়ই যেন নেই! সেখানে কেনাকাটার সময় কোথায়? সকালে অফিস। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। ফুরসত নেই হাতে সময় নিয়ে দশটা দোকান ঘুরে কেনাকাটা করার। কাজেই অনলাইনেই শপিং সারছেন বেশির ভাগই। মাউসের একটি ক্লিকেই ঘরের দরজায় এসে যাচ্ছে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। জামাকাপড় পছন্দ না হলে আবার ফেরতও পাঠানো যাচ্ছে। পুজো হোক বা যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান, অনলাইনে কেনাকাটার এখন বিশাল কদর। কম পরিশ্রমে চটজলদি পছন্দের জিনিস হাতে পেয়ে যাওয়ার নেশা থেকেই অনলাইন শপিংয়ের হাতছানিও বেড়ে চলেছে।

অনলাইন কেনাকাটায় কার্ড ব্যবহার করে বা ইউপিআই-তে টাকাপয়সার লেনদেন করা যায়। তা ছাড়া ওয়ালেটও আছে। প্রতি ক্ষেত্রেই কিন্তু সতর্ক থাকা জরুরি। না হলেই প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে যেতে পারেন। কী কী সতর্কতা নিতে হবে? ১) অনেক ওয়েবসাইটই ভুয়ো। তাই কেনাকাটার আগে ভাল করে সেই ওয়েবসাইটটিকে যাচাই করে নিতে হবে। প্রতিটি ওয়েবসাইটেই থাকবে যোগাযোগের ফোন নম্বর এবং ঠিকানা। যদি তা না থাকে তবে ওয়েবসাইটের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ২) অনলাইনে কার্ড ব্যবহারের সময় প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা কমাতে "ক্যাশ অন ডেলিভারি" পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। ৩)সব সময়ে নিজের ফোনের ডেটা ব্যবহার করেই অনলাইনে টাকাপয়সার লেনদেন করা উচিত। অপরিচিত কারও মোবাইল থেকে হটস্পটের মাধ্যমে নেট নিয়ে অনলাইনে নিজের ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা ইউপিআই ব্যবহার করার ভুল করবেন না। ৪)অনলাইনে ওয়ালেট, ব্যাঙ্কিং অ্যাপ ব্যবহার করার আগে "টু পয়েন্ট অথেন্টিকেশন" চালু করে রাখুন। পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি ওটিপি বা বায়োমেট্রিক সিস্টেমও রাখুন। এতে কারচুপির আশঙ্কা কমবে। ৫) রাস্তাঘাটে, নামী রেস্তরাঁ বা কোনও হোটেলে গিয়ে সেখানকার ওয়াইফাই ব্যবহার করে ভুলেও নিজের ব্যাঙ্কিং অ্যাপে ঢুকবেন না। এতেও চুরি হয়ে যেতে পারে আপনার ব্যক্তিগত ও গোপন তথ্য।

পুজোর সাজে কোন পাঁচ রঙের পোশাক পারতে পারেন পুরুষেরা?

সাদা অথবা কালো, একটা সময়ে পুরুষের পরণে এই দুই রঙের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তবে যুগ বদলেছে। বদল এসেছে পছন্দে। বদলে গিয়েছে রুচি, সংস্কৃতি, জীবনধারা। সাদা অথবা কালো পোশাকের প্রতি পুরুষের প্রেম এখনও অটুট আছে। সেই সঙ্গে পছন্দের তালিকায় জুড়েছে অন্য রংও। বাহারি ধরন আর রঙের পোশাক যে শুধু মেয়েদের জন্য তৈরি হয় না, তা প্রমাণিত। সাজগোজের ময়দানে নারী এবং পুরুষ কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ে না। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়! বলিউডের নায়ক থেকে পাশের বাড়ির ছেলেটি সাজপোশাক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে অনেকেই পছন্দ করেন। একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে পোশাকের রং নিয়েও পালাবদল চলতে থাকে। অনেকেই পোশাকের রঙের ক্ষেত্রে "ট্রেন্ড" অনুসরণ করেন। যা বিভিন্ন সময় এবং উৎসব বিশেষে বদলাতে থাকে। এই যেমন দুর্গোৎসব আসতে বাকি আর হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি দিন। পুজো মানেই নিজেকে নানা রঙে নতুন করে সাজানো।

এ বছর পুজোয় কোন রঙের পোশাকে ঝুঁকেছেন পুরুষেরা? পোশাকশিল্পী রুদ্র সাহা বলেন, "সবুজ রঙের চাহিদা এ বছর খুব বেশি। আমার টলিউডের তারকা বন্ধুরাও সবুজ পোশাক

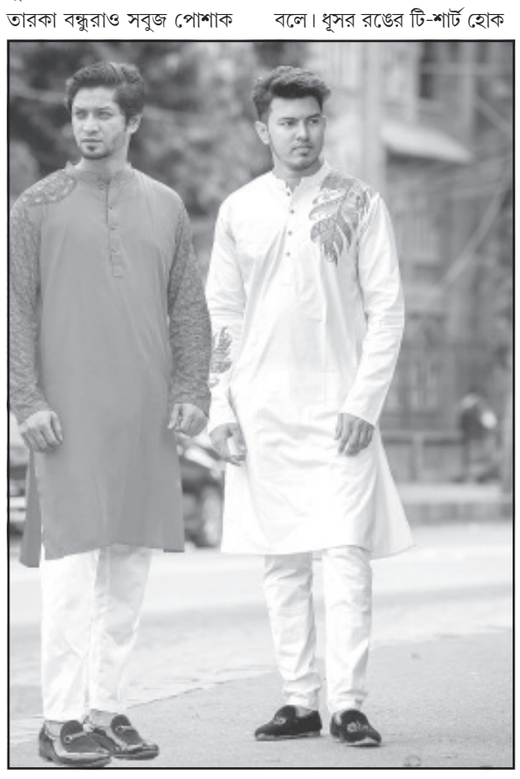

তৈরি করে দেওয়ার বরাত দিয়েছেন আমাকে। বিশেষ করে কালচে সবুজ বেশ চলছে। তবে সবুজের অন্য শেডও দারুণ পছন্দ করছেন পুরুষেরা।" পুজো মানেই সাবেকিয়ানা আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। তবে রঙেও সেই ধারা বজায় রাখতে পারলে তার চেয়ে ভাল কিছু হয় না বলে মনে করেন রুদ্র। অন্য রঙের চাহিদা যতই থাক, লাল রঙের পাঞ্জাবি এবং সাদা ধুতি কখনও পুরনো হবে না। সে কথা বিশ্বাস করেন শহরের অন্য এক পোশাকশিল্পী নীল সাহা। তাঁর কথায়,"পুজোর রং হল লাল এবং সাদা। তবে তার সঙ্গে সোনালি রঙের মিশেল মন্দ হবে না। তা ছাড়াও ট্রেন্ডে গা ভাসাতে চাইলে মেটালিক প্যাস্টেল কিংবা মাল্টিকালার বেছে নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়াও গাঢ় সবুজ কিংবা পান্নার রংও এ বছরের সাজের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।" শহরের পোশাকশিল্পীরা "ট্রেন্ডিং" রং হিসাবে সবুজকে এগিয়ে রাখছেন বটে। তবে জাতীয়স্তরের বিভিন্ন সমীক্ষা অন্য কথা বলছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে বেশ কিছু রঙের কথা, যেগুলি শরৎ-সাজের রং হিসাবে ধরা হচ্ছে। তালিকায় কোন কোন রং রয়েছে?

ঘিয়ে- লিনেন শার্ট কিংবা সিল্কের পাঞ্জাবিতে অফ-হোয়াইট রং খুব ভাল যায়। দিন কয়েক আগেই সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিতে গিয়েছিলেন রণবীর সিংহ। সে দিন রণবীরের পরনেও ছিল ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি। শরতের আবহাওয়া এমনিতে মনোরম থাকে। তবে খুব বেশি গাঢ় রং অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। যাতে উদ্যাপন আর হুল্লোড়েও যাতে স্বস্তি বজায় থাকে, সে ক্ষেত্রে এই রং বেছে নিতে পারেন পুরুষেরা।

ক্রিম রঙা- ক্রিম কিংবা বেজ রঙের পোশাকের প্রবল চাহিদা রয়েছে নারী-পুরষ উভয়েরই। এই রঙের প্রতি কমবয়সিদের ঝোঁক বেশি। মধ্যবয়স কিংবা প্রৌঢ়ত্বেও এই রং চোখ বন্ধ করে বেছে নিতে পারেন পুরুষেরা। ক্রিম রঙা কুর্তার সঙ্গে কালো জিন্স কিংবা পাটিয়ালাও মন্দ দেখাবে না। আবার বেজ রঙের ছোঁয়া আছে এমন শার্টেও নজর কাড়তে পারেন পুরুষেরা।

ধূসর- ধূসর রঙের চাহিদা সব সময়েই রয়েছে। এই রং পুরুষের ব্যক্তিত্বে আলাদা মাত্রা আনে। উৎসব মানেই যে শুধু গাঢ় রঙের উদ্যাপন, তা কিন্তু নয়। ধূসরতাও আলো-উৎসব, আনন্দের কথা বলে। ধূসর রঙের টি-শার্ট হোক কিংবা ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি, সপ্রতিভ দেখায় পুরুষকে।

মেরুন- লাল, মেরুন কিংবা কালো রঙের চাহিদাকে কোনও নির্দিষ্ট সময়পর্বে ধরা যায় না। কারণ সারা বছরই এই রংগুলির বিপুল চাহিদা থাকে। অনেকেরই ধারণা, মেরুন রঙের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়। তবে রং নিয়ে এ বছর একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইলে মেরুন রং বেছে নিতে পারেন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় মেরুন রঙের গোলগলা টি-শার্ট কিংবা অষ্টমীর সকালে হাঁটুঝুল পাঞ্জাবি ভিড়ের মাঝে আলাদা করে চেনাবে পুরুষকে।

ধূসর আকাশি- শরতের আকাশের রং যদি পোশাকে থাকে, কেমন হয়? আকাশি রঙের সঙ্গে ধূসরতার মিশেল এ বছরের অন্যতম ট্রেন্ডিং রং। এই ধরনের রঙের চাহিদা আগের তুলনায় এখন বেড়েছে। পোশাকে রঙের কারিকুরি যাঁদের বিশেষ পছন্দ নয়, এই রঙের পোশাক তাঁরা বেছে নিতেই পারেন। সপ্তমীর সন্ধ্যা হোক কিংবা দশমীর সকাল ধূসর আকাশি রঙে নিজেকে সাজালে নজর কাড়বেন পুরুষেরা।

কোন ডাবের ভিতর জল বেশি বুঝবেন কী করে?

বর্ষার মরসুমেও গরম ভাল মতোই টের পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তায় বেরোলেই সূর্য্যের তাপে যেন প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তেষ্টা মেটাতে অনেকেই নরম পানীয়তে চুমুক দিচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের পানীয় শরীরের পক্ষে একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। তার চেয়ে ডাবের জলে চুমুক দেওয়া অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে কোন ডাবে জলের পরিমাণ বেশি, তা বোঝা মুশকিল।

তবে বোঝার উপায় যে নেই, তা নয়। জলভর্তি ডাব চিনবেন কী ভাবে? ১) অনেকেই ভাবেন, ডাবের আকার অনুযায়ী বুঝি জলের পরিমাণ কম-বেশি হয়? সব সময় এমনটা ঠিক না-ও হতে পারে। তাই মাঝারি আকারের ডাব বেছে নেওয়াই ভাল। তা ছাড়া কেনার আগে ভাল করে ঝাঁকিয়ে দেখে নেওয়া উচিত ডাব। ঝাঁকানোর সময় যদি দেখেন বেশি ফেনার শব্দ শোনা যাচ্ছে তা হলে বুঝবেন সেই ডাবে খুব বেশি জল নেই। ২) ডাব গোলাকার হলে তাতে খুব বেশি জল পাওয়া যায় না। ডাবের আকার সিলিন্ডারের মতো লম্বাটে হলে তাতে জল বেশি থাকাক সম্ভবনা বেশি।

৩) ডাবের রং দেখেও অনেক সময় ধারণা করা যায়, ডাবে কতটা জল আছে। রং ধূসর হয়ে গেলে কিংবা ডাবের গায়ে বাদামি দাগ থাকলে সেই ডাব এড়িয়ে চলাই ভাল। বাদামি বা হলুদ ছোপ থাকলে সেই ডাবে কম থাকতে পারে জল। ৪) এমন ধারণা প্রচলিত রয়েছে, ডাব বড় মানেই, তাতে জল বেশি। এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। বড় ডাবেই জল সবচেয়ে কম থাকে। কারণ ডাব যত বড় হয়, ভিতরে শাঁসের পরিমাণ তত বাড়তে থাকে।

চা বিস্কুট এক সঙ্গে খেলে শরীরের ক্ষতি হয়

এমনিতে বিস্কুট খেতে চান না। কিন্তু চায়ের সঙ্গে আবার বিস্কুট বা কুকিজ না হলে চলে না। অথচ বিস্কুট ময়দা দিয়ে তৈরি। তাই পুষ্টিবিদেরা অতিরিক্ত বিস্কুট খেতে বারণ করেন। সঙ্গে থাকে চা। বিশেষ করে যাঁদের অ্যাসিডিটির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই জুটি একেবারেই ভাল নয়। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খেলে আর কী কী সমস্যা হতে পারে?

১) বিস্কুটেও চিনি থাকে। যা রক্তে শর্করার পরিমাণ হঠাৎ করে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছেন, তাঁদেরও বিস্কুট খেতে বারণ করা হয়। শিশুদের অতিরিক্ত বিস্কুট খাওয়ার প্রবণতা টাইপ ২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে।

২) ময়দা এবং চিনি রয়েছে বিস্কুটে। এই দু'টি উপাদানে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি রয়েছে। তবে কোনও পুষ্টি নেই। তাই এগুলি "শূন্য" ক্যালোরি বলেই বিবেচিত হয়। তাই বিস্কুট বেশি খেলে ওজন বেড়ে যেতে পারে। ৩) প্রায় সব ধরনের বিস্কুট বা কুকিজে ট্রান্স ফ্যাট থাকে। যা রক্তে "খারাপ" কোলেস্টেরল বাড়িয়ে তোলে। দীর্ঘ দিন ধরে এমনটা চলতে থাকলে হার্টের গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪) ময়দায় ফাইবার প্রায় নেই বললেই চলে। বেশি বিস্কুট খেলে পেটের স্বাস্থ্য একেবারেই ভাল থাকবে না। খালি পেটে ময়দা দিয়ে তৈরি বিস্কুট এবং চা খেলে হজমের গোলমাল কেউ রুখতে পারবে না। সঙ্গে চা খেলে অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যাও বৃদ্ধি পাবে।

৫) বেশি বিস্কুট খেলে দাঁতের সমস্যা বাড়বে। বিস্কুট চটচটে প্রকৃতির হয়। তাই বিস্কুট খেয়ে ভাল করে মুখ না ধুলে কিন্তু দাঁত ক্ষয়ে যেতে পারে।

বাবা-মায়েরা কী ভাবে সাবধানে রাখবেন শিশুর হাঁপানি থেকে

মরসুম বদল মানেই সর্দি-কাশি, জ্বর। সারা ক্ষণ নাক বন্ধ। ইদানীং অনেকেরই অভ্যাস, সর্দি হল কি হল না, গাদাখানেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেওয়া। নাক বন্ধ মানেই গুচ্ছ গুচ্ছ নাকের ড্রপ। এর ফলও হয় মারাত্মক। আর যাদের হাঁপানি আছে তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, কাশি, শ্বাস নিতে গেলেই বুকে যন্ত্রণা, রাত্তিরে এই সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া এই হল হাঁপানির মূল উপসর্গ।

হাঁপানির টান উঠলে স্বভাবতই কষ্ট বাড়ে। ওই সময়ে বাবা-মায়েরা কী ভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন, তা জেনে রাখা ভাল। ফুসফুসে বাতাস বহনকারী সরু সরু অজস্র নালি রয়েছে। অ্যালার্জি ও অন্যান্য কারণে সূক্ষ্ম শ্বাসনালিগুলির মাংসপেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ঠিকমতো অক্সিজেন চলাচল করতে পারে না। ফলে শরীরও প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় না। আর এর ফলে নিঃশ্বাসের কষ্ট-সহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। মিউকাস বা কফ জমে সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই বিষয়ে মেডিসিনের চিকিৎসক অরুণাংশু তালুকদার বলছেন, "রোগী অনুযায়ী অসুখের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে বারে বারে সর্দি-কাশি এই অসুখের এক অন্যতম উপসর্গ। কাশতে কাশতে চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। বুকে চাপ ধরা ব্যথা ও কষ্ট হয়। রাত্তিরে কাশি ও শ্বাসকষ্ট বাড়ে। খাবার গিলতেও সমস্যা হয়।"

বাবা-মায়েরা খেয়াল রাখবেন, শিশুর হাঁপানি থাকলে বাড়িতে ধূমপান করা যাবে না। শিশু যে ঘরে আছে, সেখানে ধূপ বা ধুনো জ্বালাবেন না। মশার ধূপ তো একেবারেই নয়।

চিকিৎসকের কথায়, দূষিত পরিবেশ হাঁপানির কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতরের বাতাস যাতে বিশুদ্ধ থাকে, তা দেখতে হবে। দরকারে "এয়ার পিউরিফায়ার" লাগাতে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ফিল্টার পরিষ্কার আছে কি না, দেখে নিতে হবে। অপরিষ্কার ফিল্টার থেকে ধুলো, নোংরা বেরিয়ে ঘরের বাতাস আরও বিষিয়ে দেয়। হাঁপানি লে ইনহেলার দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। হাতের কাছে সব সময়ে ইনহেলার রাখতে হবে। বিশেষ করে রাতের দিকে হাঁপানির টান উঠলে যাতে ইনহেলার কাছেই থাকে, তা দেখে নিতে হবে। তবে কী ধরনের ইনহেলার শিশুর জন্য উপযোগী, তা চিকিৎসকের থেকে জেনে নিতে হবে। স্থূলতাও আরও একটা বড় সমস্যা। যে শিশুদের ওজন বেশি এবং তার সঙ্গে রক্তে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কম, তাদেরই শ্বাসজনিত রোগ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিটামিন ডি-র ৮০ শতাংশ আসে সূর্য্যের আলো থেকে। বাকি ২০ শতাংশ বিভিন্ন খাবার থেকে পাওয়া যায়। শিশু যাতে রোদ পায়, তা দেখতে পায়। সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার দিকেও নজর দিতে হবে। বিভিন্ন রকম মাছ, দানাশস্য যেমন ওট, ডালিয়া থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। শুকনো ফলও ভিটামিন ডি-র উৎস। এ ক্ষেত্রে কাঠবাদাম, খেজুর, আখরোট খুবই উপকারী। পালং শাকে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়াম থাকে। তবে শিশুর ডায়েট ঠিক করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শিশুকে অতি অবশ্যই নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও চিকেন পক্সের টিকা দিয়ে রাখতেহবে। হাঁপানির সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া বা চিকেন পক্স হলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার ঝুঁকি থাকে। টিকা নেওয়া থাকলে সেই ভয় থাকে না।

সর্দি-কাশি না হলেও কেন নিয়ম করে নুন-জলে গার্গেল করা জরুরি?

কোভিডকালে যে দাওয়াইয়ের উপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছেন মানুষ তা হল নুন-জলে গার্গল। সেই সময় এই পন্থায় ভরসা রেখে উপকার পেয়েছেন মানুষ। তবে কোভিডের পর এই দাওয়াইয়ের কথা মনে রাখেননি অনেকেই কেবল গলা ব্যথা কমাতেই নয়, নুন-জলে গার্গল করার আরও অনেক উপকার আছে। বর্ষার মরসুমে রোগবালাই ঠেকিয়ে রাখতে এই দাওয়াই বেশ কার্যকর।

জেনে নিন, ঠান্ডা না লাগলেও কেন দিনে অন্তত এক বার গার্গল করা জরুরি। ১) বর্ষাকালে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ বাড়ে। গলায় ঘাপটি মেরে বসে থাকা ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়াগুলির কারণে শরীরে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে শুরু করে, যার প্রভাবে পিএইচের ভারসাম্য বিগড়ে যায়। কিন্তু এই সব কিছুই আটকানো সম্ভব, যদি নিয়মিত নুন-জল দিয়ে গার্গল করলে অ্যাসিডের প্রভাব কমতে থাকে। ফলে পিএইচ ভারসাম্য ঠিক থাকে, যে কারণে গলায় উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। ২) কেবল মরসুম বদলের সময়েই নয়, দূষণের কারণেও ফুসফুসে সংক্রমণ হয়। দিনে তিন থেকে চার বার নুন-জল দিয়ে গার্গল করলেই সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। সঙ্গে নানা ধরনের ক্ষতিকর জীবাণুর কারণে ফুসফুসের কোনও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও আর থাকবে না।

৩) মাঝেমাঝেই কি টনসিলের যন্ত্রণায় কষ্ট পান? তা হলে নিয়মিত নুন-জল দিয়ে গার্গল করার অভ্যাস করুন। ব্যাক্টেরিয়া অথবা ভাইরাল সংক্রমণের কারণেই টনসিলে প্রদাহের মাত্রা বেড়ে যায়, ফলে যন্ত্রণা শুরু হয়। নুন-জলে গার্গল করলে জীবাণুগুলি ধ্বংস হয়। ফলে টনসিলাইটিসের প্রকোপ কমে। ৪) মূলত দু'টি কারণে মুখে দুর্গন্ধ হয়। মুখগহ্বরে ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আর শরীরে পিএইচের ভারসাম্য বিগড়ে গেলে একই ধরনের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই দুই ক্ষেত্রেই ঈষদুষ্ণ নুন-জলে গার্গল দারুণ কাজে আসে। ৫) নুন-জলে নিয়মিত গার্গল করে দাঁতের ক্ষয় আটকাতে পারেন। নুনে থাকে বেশ কিছু খনিজ, যা দাঁতের জন্য উপকারী। সেই সঙ্গে দাঁতের একেবারে উপরের স্তর, এনামেলের ক্ষতিও রোধ করে, সে দিকেও নজর রাখে। দাঁতের ব্যথা হলেও এই টোটকা মেনে চললে আরাম মেলে।

সন্ধ্যায় নরম পানীয়ের সঙ্গে মুচমুচে ভুট্টার পকোড়া

সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে মুখোরোচক "টা" না হলে ঠিক জমে না! কিন্তু রোজ রোজ চায়ের সঙ্গে নিত্যনতুন স্ন্যাকসের রেসিপি খুঁজতে হিমশিম খান অনেকেই। আর বাড়িতে খুদে সদস্য থাকলে তো কথাই নেই, তার মন জুগিয়ে চলা আরও কঠিন। বাইরে থেকে কিনে আনা শিঙাড়া, আলুর চপ সে তো মুখেও তোলে না। তা ছাড়া বাড়িতে কোনও পার্টির আয়োজন করলেও রকমারি স্ন্যাকস বানাতেই হয়।

মুশকিল আসান করতে এ বার হেঁশেলেই বানিয়ে ভুট্টার মুচমুচে পকোড়া। রইল সহজ রেসিপি।

উপকরণ: ৩ কাপ ভুট্টার দানা, ১ কাপ পেঁয়াজ কুচি, আধ কাপ ক্যাপসিকাম কুচি, ২ টেবিল চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ১ চা চামচ আদা বাটা, ১ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ১ কাপ ধনেপাতা কুচি, আধ কাপ বেসন, আধ কাপ কর্ন ফ্লাওয়ার, স্বাদমতো নুন, পরিমাণ মতো তেল, ১ টেবিল চামচ মৌরি গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ চাট মশলা

প্রণালী: প্রথমে সেদ্ধ করা ভুট্টার দানা হাত দিয়ে চটকে নিন। খেয়াল রাখবেন কয়েকটি দানা যেন গোটা গোটাও থাকে। একটি বড় বাটিতে বেসন, কর্নফ্লাওয়ার, নুন, ভাজা জিরে গুঁড়ো, মৌরি গুঁড়ো, আদা বাটা, লঙ্কাগুঁড়ো, ভুট্টার দানা, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে আর পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এ বার কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করুন। তার পর অল্প করে মিশ্রণ নিয়ে পকোড়ার আকারে গড়ে গরম তেলে ছাড়ুন। ডুবো তেলে লালচে করে ভেজে তুলুন। শুকনো কাগজ বা কিচেন ন্যাপকিনে পকোড়া মুড়িয়ে রাখুন বেশ কিছু ক্ষণ। এতে পকোড়ার অতিরিক্ত তেল কাগজ শুষে নেবে। এ বার উপর থেকে চাট মশলা ছড়িয়ে চাটনি বা সসকিংবা ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ভুট্টার পকোড়া।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ছয় বছরে এর আওতায় এসেছে ১২ কোটি পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর,২০২৪: প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ২০১৮-র ২৩ সেপ্টেম্বরেই এই খরচ সাশ্রয়কর ও নিশ্চিত স্বাস্থ্য সেবা বীমা যোজনা গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। আই ছয় বছরে এই যোজনা গরিব মানুষের মধ্যে বিপুল আশার আলো সঞ্চারিত করেছেউ বিগত ছয় বছরেএই যোজনায় স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বিপুল রূপান্তর সম্ভব হয়েছেউ এর অধীনে, সুবিধাপ্রাপকদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ সরকারের তহবিল থেকে মেটানো হয়।

এই ছয় বছরে এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১২ কোটি পরিবারউ সারা বিশ্বে এরকম প্রকল্পগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম।

গত ছয় বছরে, পিএম-জে এ ওয়াই ভারতে গভীর-শিকড়ে গ্রথিত স্বাস্থ্য বৈষম্যকে মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। ২০১১-র আর্থ-সামাজিক জাতি জনগণনার উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যার ৪০ু দরিদ্রতম জনসংখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

এই প্রকল্প বিত্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা থেকে সমন্বিত ও চাহিদা-ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার দিকে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনকে সূচিত করেছে। যার মধ্য দিয়ে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যসূমহ (এসডিজি) পূরণে দেশের অঙ্গীকারের অনুসারী হয় গিয়েছে এবং 'কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে'-র নীতিকে নিশ্চিত করছে।

চলতি বছরের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় বিভিন্ন অনুমোদিত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহনের মাধ্যমে আর্থিক সাশ্রয়ের সুযোগ পেয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষউ এর মধ্যে হৃদযন্ত্রের বাইপাস অস্ত্রোপচারের জন্য মোট ৬০,২২১ জন ভর্তি হয়ে ৯০৪.৪৯ কোটি টাকা, কোরোনারী এঞ্জিওপ্লাস্টির জন্য মোট ৪,৭১, ৫১৯ জন ভর্তি হয়ে ৪,৬৩৫.২৩ কোটি টাকা, হার্ট ভালভ সার্জারীতে ৩২,৪৬২ জন ভর্তি হয়ে ৭২০.০৭ কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুবিধা পেয়েছেন।

একইভাবে গলব্লাডার বাদ দেওয়ার অস্ত্রোপচারে ১৮,১৬৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ২০.৩৬ কোটি টাকা, চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের জন্য ২২,৪৩,৭৬৫ জন ভর্তি হয়ে ১,৬৯২.৯৬ কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুবিধে পেয়েছেনউ অ্যাপেনডিক্স বাদ দেওয়ার অস্ত্রোপচারে ১,৪০,৬৩৮ জন ভর্তি হয়ে ২৫৩.৯৪ কোটি টাকা মাথার অস্ত্রোপচারে ৬৬,২১৯ জন ভর্তি হয়ে ১৭৯.০৫ কোটি টাকা, উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ গভাবস্থায় প্রসবের জন্য ভর্তি হয়ে ১,৬৯,১৯৬ জন ২০৬.৮৮ কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুবিধা পেয়েছেনউ হাঁটু প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচারের লক্ষ্যে ১,৫৪,৫৩৮ জন ভর্তি হয়ে ১৩১৯.০৪ কোটি টাকা সাশ্রয়ের আওতাভূক্ত হয়েছেনউ হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে (কোমরে প্রতিস্থাপনমূলক অস্ত্রোপচারে) অনুমোদিত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ৭২,৩৪৫ জন ৭৮৭.৫৪ কোটি টাকা সাশ্রয়ের আওতায় এসেছেনউ একইভাবে জন্মগত ঠোঁট কাটার ত্রুটি সারাইয়ের অস্ত্রোপচারে ২২৮১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ৩.৯৮ কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুবিধা পেয়েছেন, মূত্রাশয়ের পথে পাথর সরানোর অস্ত্রোপচারে ৩,৭৭,৯০৪ জন রোগী ১৪২৩.২০ কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয়ের সুবিধার আওতায় এসেছেনউ এছাড়া ফুসফুসের ক্যান্সার, মুখের ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসাতেও অনুমোদিত হাসপাতালের মাধ্যমে ব্যাপক অংশের মানুষ বিপুল খরচ বাঁচাতে সুবিধা পেয়েছেন।

সফেদা বস্তির পরিচ্ছন্নতার যাত্রা- স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রভাবে এক রূপান্তরের কাহিনী

নয়াদিল্লী, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪: পূর্ব দিল্লির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সফেদা বস্তি, একটি ছোট অনাড়ম্বর বসতি যেখানে বস্তির প্রায় ৩৫০ পরিবার অপরিষ্কার শৌচালয়ের ওপর নির্ভর করে থাকতে হতো। বছরের পর বছর ধরে, এই সম্প্রদায়ের একমাত্র বিকল্প ছিল একটি, জরাজীর্ণ পাবলিক টয়লেট যা প্রায়শই ভেঙ্গে পড়ে, কখনও কখনও দিনের বেলায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এটি বস্তিবাসীদের, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আশেপাশের মাঠ বা গলিতে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে বাধ্য হয় তারা, এর ফলে ক্রমাগত হতে হয় হয়রানির শিকার। তাৎক্ষণিক বিপদের বাইরেও, শৌচালয়ের অভাব মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর কুপ্রভাব ফেলে, যার ফলে বারবার তাদের মধ্যে সংক্রমণ এবং অসুস্থতা দেখা দেয়, যা তাদের কাজ করার এবং তাদের পরিবারকে সমর্থন করার ক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ভয়, অস্বস্তি এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি সফেদা বস্তিতে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে থাকে বহুদিন। তবে, এসব পরিবার এর থেকে সমাধানের রাস্তা খোঁজার জন্যও মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

এনজিও সেন্টার ফর আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল এক্সিলেন্সের হস্তক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ, ২০১৪ সালে, সফেদা বস্তির মানুষ একটি পরিবর্তনের যাত্রা শুরু করে। ব্যাপক মাত্রায় সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে সেখানকার প্রতিটি সাধারণ মানুষ নিজেকে সফেদা অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ দলে সংগঠিত করে। পুরুষ এবং মহিলা একইভাবে সঞ্চয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট স্থাপন করতে শুরু করে, তারা একটি নতুন নর্দমা তৈরি করে। একটি টয়লেট সেভিংস দলও তৈরি করা হয়। প্রতিটি পরিবার ধীরে ধীরে একটি তহবিলে যথাসাধ্য অর্থ প্রদানের জন্য সম্মতি দেয়, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোকে প্রত্যেকের প্রচেষ্টায় তৈরী করা হয়। সময়ের সাথে সাথে, ৯৬ টি পরিবারের শৌচালয় তৈরি করা হয় এবং শহরের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সাধারণ হস্তক্ষেপ উনুক্ত স্থানে মলত্যাগের অভ্যাস দূর করার চেয়েও আর অনেক কিছু করেছে; এই উদ্যোগ গোটা সাম্প্রদায়কে স্বশক্তি প্রদান করে, সম্মান পুনরুদ্ধার করেছে, এবং পরিষ্কার রাস্তা এবং খোলা নর্দমার ব্যবস্থা করেছে। মহিলারা এখন আর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ও অনিরাপদ শৌচালয় থেকে সৃষ্ট বিপদ নিয়েও ভাবিত নন। তারা নিয়মিত কাজে যেতে পারছেন, ফলে পারিবারিক আয়ও বেড়েছে। একইসাথে, বস্তিতে বিশেষত নারীদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তির নারীরারি যে এই পরিবর্তনকে সম্ভব করার জন্য বড়ো ভূমিকা নিয়েছেন।

সফেদা বস্তির পরিবর্তন ভারতের উচ্চাভিলাষী স্বচ্ছ ভারত মিশনের বিস্তৃত কাহিনীকে বিমূর্ত করে। যে মিশন গত এক দশক ধরে সারা দেশে একই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্য নিয়েছে। ভারত আজ স্বচ্ছ ভারত মিশনের দশম বার্ষিকী উদযাপন করতে গিয়ে, ''স্বভাব স্বচ্ছতা সংস্কার স্বচ্ছতা'' প্রচারাভিযানের মাধ্যমে নতুন অনুরণন খুঁজে পায়। এই প্রচারাভিযানটি ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২রা আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত চলবে, বার্ষিক স্বচ্ছতা হি সেবা আন্দোলন এবং স্বচ্ছ ভারত দিবসের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীর দিন। সফেদা বস্তির জনগণের জন্য, এই পরিবর্তনটি যা কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছিল, যার ফলে তাদের সম্প্রদায়, ক্ষমতায়িত এবং সংগঠিত হয়ে এক যাত্রা শুরু করেছিল সে আজ পুনর্নির্মাণ করেছে তাদের দৈনন্দিন জীবনকে।

২০১৪ সালে চালু হওয়ার পর থেকে, স্বচ্ছ ভারত মিশন স্যানিটেশনকে ব্যাপকভাবে রূপান্তরিত করেছে ভারত জুড়ে মান, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে (শহুরে), ৬৩.৬৩ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিগত পারিবারিক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ পরিবারকে সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদান করে, অনেকটা সফেদা বস্তির মতো। উপরন্তু, ৬.৩৬ লক্ষেরও বেশি কমিউনিটি এবং পাবলিক টয়লেট তৈরি করা হয়েছে, এটি নিশ্চিত করে যে শৌচালয়ের সুবিধা প্রত্যেকের জন্য উল্লেখযোগ্য , বিশেষ করে যারা শহরে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে। ভারত এখন ৪,৫৭৬ টি শহরে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগমুক্ত (ঞ্জঙ্গচ) শহর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। শহুরে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধিতে দীর্ঘস্থায়ী উন্নতির মাধ্যমে ৩,৯১৩ টি শহরকে ওডিএফ প্লাস ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১,৪২৯ টি শহর ''ওডিএফ প্লাস প্লাস'' সম্মান অর্জন করেছে, ।

ভারত যখন স্বচ্ছ ভারত মিশনের দশম বার্ষিকী পালন করছে, তখন সফেদা বস্তি তার একটি উদাহরণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। নিরাপদ শৌচালয়ের প্রয়োজন হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল যা সম্মান পুনরুদ্ধার করেছে এবং সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করেছে। স্বভাব স্বচ্ছতা সংস্কার স্বচ্ছতা অভিযান এই চেতনাকে জাগ্রত করে, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সত্যিকারের অগ্রগতি প্রসারিত পরিকাঠামোর বাইরে - এটি সম্মিলিত দায়িত্ব এবং মানসিকতার পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে। সফেদা বস্তির যাত্রা ভারতবর্ষে বৃহত্তর স্যানিটেশন বিপ্লবকে প্রতিফলিত করে, সেই বাস্তব পরিবর্তনকে প্রমাণ করে যখন সম্প্রদায়গুলি একত্রিত হয়, তখন তা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি নাগরিক মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং একটি উন্নত জীবনের সুযোগ নিয়ে বাঁচতে পারে। এই সাফল্যের কাহিনী দেখিয়ে দেয় কীভাবে একেবারে প্রান্তিক একজন ব্যক্তিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুস্থ রাষ্ট্র নির্মাণের দায়িত্ব নিতে পারে।

ভারতের যুবকদের স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তামাকমুক্ত যুব প্রচারাভিযান ২.০ চালু করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও যাদব

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪,: আজ দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজে আয়োজিত একটি বর্ণময় অনুষ্ঠানে তামাকমুক্ত যুব অভিযান ২.০ দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও যাদব। তিনি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তামাক এর নেশা নিরসন কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেছেন। তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তরুণদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা রক্ষা করাই এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে শ্রী প্রতাপরাও যাদব বলেন, তামাকের কারণে প্রতি বছর ভারতে প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান। তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তামাক তরুণদের মধ্যে একটি ফ্যাশন এর পর্যায়ে পরিণত হলেও এটি ক্যান্সারের মতো ভয়ঙ্কর রোগ ডেকে আনতে পারে।

যুব সমাজকে তামাক সেবনের চেয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে উদ্বুদ্ধ করে শ্রী যাদব বলেন, 'সুস্বাস্থ্য নিজের সুখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নয়ন তরুণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং সবাইকে তামাক প্রতিরোধ ও বর্জনের অঙ্গীকার করার জন্য তিনি আহ্বান রাখেন। তরুণরা যাতে তামাক সেবনের দিকে ঝুঁকতে না পারে সেজন্য প্রবীণদের দায়িত্ব নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেছেন, এ বছরের ৬০ দিনের প্রচারাভিযানটি পাঁচটি মূল ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এগুলি হল :

১. তামাকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে যুব ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে;

২. স্কুল-কলেজকে তামাকমুক্ত রাখতে সংশোধিত নির্দেশিকা মেনে চলা;

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিশেষ করে সিওটিপিএ ২০০৩ এবং ইলেকট্রনিক সিগারেট নিষিদ্ধকরণ আইন ২০১৯ এর প্রয়োগ জোরদার করা, যাতে তরুণদের তামাকের উপলব্ধতা সীমিত করা যায়;

৪. তামাকমুক্ত গ্রাম গড়ে তোলা, যেখানে তামাক নির্মূল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টিতে জনগোষ্ঠী একসঙ্গে কাজ করবে; এবং

৫. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসার বাড়ানো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তামাকের ক্ষতি এবং তরুণদের কাছে ধূমপান ছাড়ার উপকারিতা সম্পর্কে শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

অনুষ্ঠানে সকল অংশগ্রহণকারীরা "বলুন তামাক না" এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, এরপর শিক্ষার্থী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে একটি ফটো সেশনের আয়োজন করা হয়। অপরশক্তি খুরানা, মনু ভাকের, নবদীপ সিং, অঙ্কিত বায়ানপুরিয়া, গৌরব চৌধুরী এবং জাহ্নবী সিংয়ের মতো খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ ও ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য আরও অনেকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে তরুণ শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল করে সমস্ত স্কুলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তৈরি করা একটি শিক্ষামূলক ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা- স্বাস্থ্যকর্মীদেড় জন্য নির্দেশিকা, গ্রামসমূহকে তামাকমুক্ত করার জন্য বিশেষ নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য নির্দেশিকা- ২০২৪ প্রকাশ করা হয়। তামাক সেবনের কারণে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে ক্যান্সার থেকে পরিত্রানের অভিজ্ঞতা ব্যাক্ত করে কয়েকজন মানুষের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক একটি ভিডিও 'ভয়েস অফ টোব্যাকো ভিকটিমস (ভিওটিভি)' অনুষ্ঠানে দেখানো হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকরা সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলিকে এই প্রচারে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার নিউইয়র্কে অব্যাহত 'ভবিষ্যতের শীর্ষ সম্মেলন'-এর পার্শ-অনুষ্ঠানে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। দুই নেতা প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ইউক্রেন সফরের কথা স্মরণ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক বন্ধনকে নিরন্তর সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ নিয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেন। তাঁদের আলোচনা কালে ইউক্রেনের বর্তমান পরিস্থিতির পাশাপাশি শান্তি স্থাপনের পথের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটিও প্রধানত অবধারিতভাবে উঠে আসে।

প্রধানমন্ত্রী কূটনীতি ও সংলাপের মাধ্যমে পাশাপাশি সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে নিবিড় অংশগ্রহণের সাহায্যে চলমান সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে ভারতের পরিচ্ছন্ন, নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গঠনমূলক অবস্থানের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। তিনি এই সংঘর্ষের নিষ্পত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে যথাসাধ্য সমস্ত ধরণের সাহায্য ও সমর্থন দিতে ভারতের খোলামেলা অবস্থানের কথা তুলে ধরেন।

এ নিয়ে বিগত মাত্র তিন মাসের মধ্যে এটি ছিল দুই নেতার মধ্যে তৃতীয় বৈঠক। উভয় নেতাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে ও পরস্পর কাছাকাছি থাকার বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেন।

পিএম বিশ্বকর্মা উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বের গহনা খাতের উন্নতির জন্য এনইএইচএইচডিসি এবং আইআইজিজে একটি সমঝোতা স্মারক বিনিময় করেছে

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ।। নর্থ ইস্টার্ন হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড হ্যান্ডলুমস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল (জিজেইপিসি) আজ গুয়াহাটির এনইএইচএইচডিসি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত একটি সমঝোতা স্মারক বিনিময় করেছে। এই অংশীদারিত্ব উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পিএম বিশ্বকর্মা (স্বর্ণকার) উদ্যোগ বাস্তবায়নে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে, যা রত্ন ও অলঙ্কার শিল্পে কারিগর ও শিল্পোদ্যোগীদের উন্নয়ন করবে।

এই মউ স্বাক্ষরের ফলে আইআইজিজে (জিজেইপিসি-র তত্ত্বাবধানে) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাদের মেধা ও দক্ষতাকে নিয়ে আসবে। এই সহযোগিতা পিএম বিশ্বকর্মা (স্বর্ণকার) উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং কারিগর ও উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহ ব্যবসার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে।

এদিন সমঝোতা স্মারক বিনিময় করা ছাড়াও জুয়েলারি খাতের বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা ও কারিগরকে আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছিলেন সেগুলি সম্পর্কে নিজেদের অভিমত এখানে তুলে ধরেছেন এবং এই অঞ্চলের গহনা খাতের উন্নয়নের জন্য সমাধানের পথ খোঁজে দেখেছেন।

এই উপলক্ষে, এনইএইচএইচডিসি-র উপদেষ্টা ডঃ শ্রীপর্ণা বি বরুয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে পিএম বিশ্বকর্মা (স্বর্ণকার) উদ্যোগকে সক্ষম করতে, দক্ষতা বিকাশকে উৎসাহিত করতে এবং কারিগরদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি (আইআইজিজে)র সিইও শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে এনইএইচএইচডিসির সাথে অংশীদারিত্ব উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইআইজিজে একটি যথোপযুক্ত কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করবে, যা স্থানীয় কারিগর এবং উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি শিল্প সমিতি, বাণিজ্য সংস্থা এবং পরবর্তী প্রজন্মের উচ্চাকাঙ্ক্ষী গহনা পেশাদারদের শিল্প-সংযুক্ত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিজেইপিসির সিওও শ্রী সিদ্ধার্থ হিম্মতসিংহকা, জিজেইপিসি পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক শ্রী কৌশিক ঘোষ, আইআইজিজে উডুপির প্রধান শ্রী কৌশিক এসভি, গুয়াহাটির এমএসএমই-ডিএফও বিভাগের উপ-পরিচালক ও প্রধান লোকেশ কুমার পরগনিহা এবং এনএসআইসির প্রধান ব্যবস্থাপক শ্রী পলাশ ভৌমিক প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এন্টারপ্রেনারশিপের শ্রী শান্তনু ডেকা এবং শ্রী ভাস্কর কাকোটি।

এদিনের স্বাক্ষরিত এই মউ এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অলঙ্কার শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য বিকাশের সুযোগ তৈরি করবে।

এনইএইচএইচডিসি

এনইএইচএইচডিসি হল উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (ডোনার) অধীনস্থ ভারত সরকারের একটি সংস্থা। এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রচার উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কারিগর ও তাঁতিদের প্রসার ও সমর্থন করার জন্য নিবেদিত একটি সংস্থা। এই এনইএইচএইচডিসি এমওএমএসএমই - ব এএসপিআইআরই স্কিমের অধীনে একটি জুয়েলারি এবং হস্তশিল্প জীবিকা ব্যবসায়ের ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ইনকিউবেটেরটির লক্ষ্য হল গহনা এবং হস্তশিল্প শিল্পে ব্যবসায়িক অনুশীলনকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে স্থানীয় কারিগরদের ক্ষমতায়ন করা।

জিজেইপিসি :

ভারতীয় রত্ন ও অলঙ্কার শিল্পের প্রসারের জন্য ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার রত্ন ও অলঙ্কার রপ্তানি প্রচার পরিষদ (জিজেইপিসি) প্রতিষ্ঠা করে। জিজেইপিসি রত্ন ও অলঙ্কার খাতের জন্য একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলতে, নীতি সমর্থন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আইআইজিজে :

১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি তথা আইআইজিজে (রত্ন ও জুয়েলারি রফতানি প্রচার কাউন্সিলের একটি উদ্যোগ) দিল্লি, মুম্বাই, জয়পুর, বারাণসী এবং উদুপিতে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা এবং পেশাদার শংসাপত্র প্রোগ্রাম সরবরাহ করে। এর ৫টি ক্যাম্পাস রয়েছে, যেখানে ২২ হাজার প্রাক্তন সদস্য রয়েছে। গুয়াহাটিতে আইআইজিজে-র ষষ্ঠ ক্যাম্পাস স্থাপিত হয়েছে। এই ক্যাম্পাসটি পিএম বিশ্বকর্মা এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর দৃষ্টি প্রদান করবে।

আর জি করের প্রাক্তন সুপারকে ফের ডাকা হল সিবিআই দফতরে

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি করের প্রাক্তন সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠকে ডাকা হল সিবিআই দফতরে। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি যান সিবিআই দফতরে। আর জি করের নির্যাতিতার মৃত্যুর সময় হাসপাতালের সুপার ছিলেন তিনি। পরে বিতর্কের আবহে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার পর থেকে গত এক মাসে কখনও সিবিআইয়ের দল গিয়েছে আর জি করের ওই প্রাক্তন সুপারের বাড়িতে, কখনও তাঁকে তলব করা হয়েছে সিবিআই দফতরে। একাধিক বার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা।

আর জি কর মেডিক্যালে তরুণী চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনার পর প্রকাশ্যে এসেছে হাসপাতালে বছরের পর বছর ধরে চলা বেলাগাম দুর্নীতির ঘটনা। প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির করা আবেদনে সেই দুর্নীতির তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

অভিযোগকারী আখতার আলির দাবি, আর জি কর মেডিক্যালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে সঞ্জয় বশিষ্ঠের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। সন্দীপের দুর্নীতিতে সামিল ছিলেন সঞ্জয়ও। প্রত্যক্ষভাবে দুর্নীতি না করলেও সমস্ত ব্যাপারটা জানতেন তিনি। কোনও অজানা কারণে তিনি দিনের পর দিন মুখ বন্ধ করে ছিলেন।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের, পাল্টা তোপ জুনিয়রদের

পূর্ব বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন তুলেছেন, "এত নাটক করে কী লাভ হল?" ওই মন্তব্যের পাল্টা দিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরাও। এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের আন্দোলন হিসাবেই ব্যাখ্যা করছেন তাঁরা। নাম না করে বিজেপি নেতাকে তাঁদের প্রশ্ন, রাজনীতিক হওয়ার সুবাদে এবং সেই ক্ষমতাবলে দিলীপবাবু কী পদক্ষেপ করেছেন নির্যাতিতার বিচারের জন্য?

মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানে এক কর্মসূচি থেকে দিলীপবাবু প্রশ্ন তোলেন আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে। আন্দোলনের সমালোচনায় তাঁর বক্তব্য, "এত নাটক করে কী লাভ হল? যাঁরা বদলি হলেন, তাঁরা পদোন্নতি পেলেন। মোমবাতি জ্বেলে, তালি দিয়ে কী লাভ হল? কেন মানুষ দেড় মাস কষ্ট করলেন? হাসপাতালের যে অব্যবস্থা, তার কি কোনও পরিবর্তন হল? এই প্রশ্ন মানুষের মুখে ঘুরছে।"

আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম প্রতিনিধি কিঞ্জল নন্দকে এই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করলে অভিনেতা-চিকিৎসক বুঝিয়ে দেন, এই আন্দোলন শুধুমাত্র জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে সীমিত ছিল না। তাঁর কথায়, "যেটুকু হয়েছে, তা এই আন্দোলনের জন্যই হয়েছে। মানুষের আন্দোলনকে নাটক বলা হলে সাধারণ মানুষকেই অপমান করা হয়। তাঁদের (রাজনীতিকদের) হাতেও তো অনেক ক্ষমতা রয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁরা কী করেছেন? আমরা ছাত্রেরা আন্দোলন করেছি বিচারের জন্য। যত ক্ষণ বিচার না পাব, আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের শুনানি এত কেন পিছনে, সেই বিষয়ে তাঁর কী বক্তব্য? সেটা তিনি বলুন।"

অনুব্রত বাড়ি ফেরায় খুশি অনুগামীরা, বিলি হল নকুল দানা ও গুড়-বাতাসা

বোলপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাড়ি ফিরেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তাঁকে ঘিরে উৎফুল্ল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।মঙ্গলবার কলকাতা থেকে সড়কপথে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতেই চলে গিয়েছেন তিনি। সেখানেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও অনুগামীরা জড়ো হয়েছিলেন। অনুব্রতকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।তৃণমূলের এই দাপুটে নেতাকে দেখতে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে পৌঁছেছেন দূর দূরান্তের মানুষজন। তেমনই এক ব্যক্তি, নাম উত্তম রায় হাজির রয়েছেন বোলপুরে। তিনি কলকাতার নাকতলার বাসিন্দা। অনুব্রতের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে নকুল দানা, গুড়-বাতাসা বিলি করছেন তিনি। উত্তমবাবু জানিয়েছেন, অনুব্রত ছাড়া পাওয়ার খুশিতে কলকাতা থেকে বোলপুরে গিয়েছেন তিনি। ২০২৬-এ ফের গুড় বাতাসা বিলি হবে ও চরাম চরাম ঢাক বাজবে বলে স্লোগান দিচ্ছেন উত্তমবাবু।

আমেরিকার জাতীয় ক্রিকেট লিগের কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হলেন আইসিসির প্রাক্তন সিইও হারুন লরগাট

নিউইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লরগাট একজন প্রাক্তন প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটার। ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত আইসিসি সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন লরগাট, তিনটি বিশ্বকাপ তদারকি করেছেন এবং ডিআরএসের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই প্রথম-শ্রেণীর প্রাক্তন ক্রিকেটার। সেই লরগাটকে মঙ্গলবার আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগকে জনপ্রিয় করার জন্য কমিশনার হিসেবে মঙ্গলবার নিয়োগ করা হয়েছে। 'একটি পরিবর্তনশীল জাতীয় ক্রিকেট লিগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সৌভাগ্যবান। ক্রিকেট এমন একটি খেলা যেখানে নতুন খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করার এবং আমেরিকা জুড়ে ভক্তদের সংযোগ করার ক্ষমতা রয়েছে," লরগাট এক বিবৃতিতে একথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমেরিকান ক্রীড়াকে নতুন আকার দেওয়ার জন্য ভিত্তি তৈরি করছি।'

তিরুপতি প্রসাদ বিতর্কে বিক্ষোভ হিন্দু সাধু পরিষদের, অন্ধ্রের পূর্বতন সরকারকে তোপ

তিরুপতি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরে লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কে এবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো অন্ধ্রপ্রদেশ হিন্দু সাধু পরিষদ। মঙ্গলবার হিন্দু সাধু পরিষদের পক্ষ থেকে সাধুরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কে জড়িতদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানাম প্রশাসনিক ভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা।অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বতন সরকার ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন মোহন রেড্ডির তীব্র সমালোচনা করেন তাঁরা। অন্ধ্রপ্রদেশ সাধু পরিষদের সভাপতি স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ সরস্বতী বলেছেন, 'আগের সরকার, ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডি অনেক ''অপচার'' করেছিলেন। তিনি তিরুমালা ক্ষেত্রকে একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি এটিকে আধ্যাত্মিক, তীর্থযাত্রা কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তিনি ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের পবিত্রতাকে অপবিত্র করেছেন...তিনি কখনওই হিন্দুদের অনুভূতিকে সম্মান করেননি।'

রেল প্রশাসন সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে, উপর্যুপরি ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়া প্রসঙ্গে অশ্বিনী বৈষ্ণব

জয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক কিছু দিন ধরে ট্রেন দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেই চলেছে, মঙ্গলবারই পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি মালগাড়ি। আবার সম্প্রতি রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় গ্যাস সিলিন্ডার। উপর্যুপরি এই ট্রেন দুর্ঘটনা ও নাশকতার চেষ্টা প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বললেন, 'রেল প্রশাসন সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে, আমরা সমস্ত রাজ্য সরকার, রাজ্যের ডিজিপি, স্বরাষ্ট্র সচিবদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। এনআইএ—ও তৎপর রয়েছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এইডস সচেতনতা কর্মসূচি

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স এর উদ্যোগে এইডস/ এইচআইভি নিয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা দুর্জয় নগর স্থিত পুটুনগর স্কুলে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিল কলেজের ভাইস প্রিপাল প্রীতম কর্মকার , স্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর রায় চন্দসহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা। , অনুষ্ঠানে নার্সিং কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা এইডস বিষয়ের উপর সচেতনতা মূলক একটি নাটক উপস্থান করেন। এছাড়া এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রাও এলাকার বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে। পরে এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রীতম কর্মকার বলেন এই কর্মসুচির মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের যুবক-যুবতীদের এইডস রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা ও এইডস মুক্ত ও নেশা মুক্ত সমাজ গড়া।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর:ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৪ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার কমলপুরের মানিক ভান্ডার ভৈরব কালী মন্দির প্রাঙ্গনে কমলপুর মন্ডল কিষান মোর্চার উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়।এদিন স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রদেশ কিষান মোর্চার সভাপতি প্রদীপ বরন রায়,সহ সভাপতি জয়দেব দেববর্মা, কমলপুর কিষান মোর্চার মন্ডল সভাপতি পিন্টু শর্মা, সহ সভাপতি তাপস পাল, জনজাতি মোর্চার মন্ডল সভাপতি সুবিনয় দেববর্মা সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা।এদিন রাজ্য এবং কমলপুর কিষান মোর্চার কার্যকর্তারা মন্দির প্রাঙ্গণ সহ বিভিন্ন জায়গায় স্বচ্ছ অভিযান করেন। এতে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলে। এবিষয়ে রাজ্যের কিষান মোর্চার প্রদেশ সভাপতি প্রদীপ বরন রায় বলেন, দিল্লির প্রদেশ বিজেপির নির্দেশে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একপক্ষ কাল যাবত সারা রাজ্য ব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করছি। কোথায় রক্তদান শিবির, কোথাও রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরন করা হচ্ছে, কোথাও আবার স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আমরা আজ কমলপুর কিষান মোর্চার মন্ডলের উদ্যোগে মানিক ভান্ডার ভৈরব কালী মন্দির প্রাঙ্গনে স্বচ্ছ ভারত অভিযান পালন করেছি।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

চালকরা অভিযোগ তুলেন কিছু যুবক অটো চালককে মারধর করেছে। একজন রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় এক রোগীকেও মারধর করা হয়েছে। পৃথক তিনটি স্থানে রাস্তা অবরোধের ফলে প্রচন্ড যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের আশ্বাস পাওয়ার পরে অবরোধ তুলে নেন অটোচালকেরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বজ্রপাত থেকে গরীব মানুষদের সচেতন করতে অভিনব প্রচারে পথে নামল শিল্পীরা

বাঁকুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বজ্রপাত থেকে গরীব খেটে খাওয়া মানুষদের সচেতন ও নিরাপদ রাখতে অভিনব প্রচারে নামল পরিবেশবাদী শিল্পীরা।গান, নাচ ও নাটকে তুলে ধরা হচ্ছে বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস- এর প্রধান গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে প্রতিবছর জেলায় মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ করে জুন থেকে আগস্ট প্রচুর মানুষ বজ্রপাতে মারা যান। দিন দিন এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেখা যাচ্ছে মূলত: খেটে খাওয়া মানুষ বিশেষ করে কৃষি ও পশু পালনে যুক্ত, বন জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহকারী গ্রামবাসীরাই বজ্রপাতে মারা যান। বজ্রপাতে মারা যাওয়ার প্রতিটি ঘটনা সমীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে বজ্রপাতের বিষয়ে জনচেতনার প্রসার ঘটাতে পারলে জীবনহানি অনেকটাই কমবে। তাই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় জেলার শিল্পীদের এবিষয়ে গান,নাচ ও নাটকের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এই সংস্থার সভাপতি সংগীতা ধর বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব ৪৩ জন শিল্পী একাজে নেমেছেন। সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে বৃষ্টির সময় বজ্রপাত হওয়া স্বাভাবিক। বজ্রপাতে মৃতের ঘটনা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করলে বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা কমানো সম্ভব।তাই সংগীতা ধর বিশ্বাস, স্বস্তি চ্যাটার্জি, একতা গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পী রায় ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য্য, আশাপূর্ণা বেগম, নমিতা গোস্বামী, ফাল্গুনী দাস, মালিনী রায়, প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, ঋতিপর্না জানা, কুন্তলা গরাই ও মানসী দাসের মত শিল্পীদের দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিরাপত্তার গান, নাচ ও নাটকের তালিম দেওয়া ও অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের হাতে অর্থরাশি তুলে দিল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর: ধর্মনগর মহকুমার রাজবাড়ী এলাকায় অবস্থিত হিতসাধিনী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় সোসাইটির নিজস্ব ভবনে।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, সোসাইটির চেয়ারম্যান অলকেশ আদিত্য, বোর্ড অফ ডাইরেক্টর কাজল দাস, জয়জিত শর্মা, এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাপতিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অধিবেশনের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ও অন্যান্য অতিথিরা।

সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, এই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে একজন সরকারি আধিকারিক সহ মোট ১০০ জন সদস্য রয়েছেন। বন্যায় দুর্গতদের জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের হাতে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন সোসাইটির কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক প্রসারের ক্ষেত্রে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর জোর দেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম স্থান অধিকারকারীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর:মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম স্থান অধিকারকারীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় মঙ্গলবার। ধর্মনগর মহকুমার বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে আজ দুপুর ১টায় ধর্মনগর পৌর পরিষদের উদ্যোগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন, ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ এবং ধর্মনগরের মহকুমা শাসক তথা এক্সিকিউটিভ অফিসার সজল দেবনাথ। বৃক্ষে জল সঞ্চারনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

সংবর্ধিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করে ৯১ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৫৮ জন। তাদের সবাইকে স্মারক হিসেবে সার্টিফিকেট, স্মার্টওয়াচ, গীতা, ব্যাগ এবং একটি করে চারা গাছ উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া, কৃষ্ণপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের পপি দেবনাথ, যিনি উচ্চমাধ্যমিকে যুগ্ম নবম স্থান অধিকার করেছেন, তাকেও বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়। বিশ্ববন্ধু সেন তার বক্তব্যে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, বন্ধুত্ব ও অন্যান্য সামাজিক গুণাবলির গুরুত্ব তুলে ধরেন, যা একজন ছাত্রের সামগ্রিক বিকাশে সহায়ক।

পাম্প অপারেটর সংঘ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান শাখার উদ্যোগে দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট গণ ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘ অনুমোদিত পাম্প অপারেটর সংঘ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান শাখার উদ্যোগে দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট গণ ডেপুটেশন ও রেলী সংগঠিত করা হয়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিক ভবনের সামনে থেকে রেলিটি শুরু করে দপ্তরের অফিসের সামনে গিয়ে সমবেত হয় এবং সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দান করেন। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান শাখার অধীনে যেসব পাম্প অপারেটর কাজ করে চলেছেন তাদেরকে পূজা বোনাস সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ মোট ছয় দফা দাবিতে মঙ্গলবার দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এর কাছে পাম্প অপারেটর সংঘের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সংগঠনের নেতা অভিযোগ করেছেন উপরের স্তরের একাংশ সরকারি আমলা ও অফিসার নিচের স্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি করে চলেছে। পাম্প অপারেটরদের নানাভাবে বঞ্চনা ও অবহেলা করা হচ্ছে। গত বছরও তাদেরকে পূজা বোনাস দেওয়া হয়নি। এ বছরও পূজা বোনাস দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। গত বছর এবং এ বছরের পূজা বোনাস একসাথে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিমাসের বেতন ১০ তারিখের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সংগঠন দাবি জানিয়েছে। এছাড়া পাম্প অপারেটরদের সিনিয়ারিটি লিস্ট তৈরি করে তাদের নিয়মিত করনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

তিনজন গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

অমল দাস বর্তমানে আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে রয়েছে। এরপর পুলিশ আরো রিংকু পোদ্দার ও প্রদীপ নমঃকে গ্রেপ্তার করে। এরাও আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে রয়েছে।গত সোমবার রাতে পুলিশ আরো তিন জনকে আটক করে। মোট ছয় জনকে আটক করে। আরো একজন অভিযুক্ত অধরা। জানা যায়, বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক বিজেপি দলের জনপ্রতিনিধি। পুলিশ কি পারবে গ্রেপ্তার করতে সেই দিকে তাকিয়ে বাদল শীলের পরিবার সহ বুদ্ধিজীবী মহল।

পুলিশ নির্বিকার

● আটের পাতার পর

চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।গতকাল রাতে রাধাকিশোর পুর থানার ঠিক ২০০ মিটার এলাকার মধ্যেই অবস্থিত নিউটাউন রোডস্থিত তাপস নন্দী ,রাজীব দে সহচারটি মোবাইল দোকান থেকে দামি মোবাইল এবং মোবাইল এসেসরি নিয়ে চোরের দল চম্পট দেয়। পাশাপাশি দীপঙ্কর সাহা হ্যালো বেবি নামক দুটি স্টেশনারি বা প্রসাধনী দোকানে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল।এই কয়েকদিনের মধ্যে এতগুলো চুরির ঘটনা সংঘটিত হলেও পুলিশ চোরের দলের টিকির নাগালও পায়নি। এই নিয়ে জনমনে এবং শহরবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ চোরের দলের টিকির নাগাল না পাওয়ায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। রাতের পুলিশ পাহারা বৃদ্ধির জন্য দাবি উঠছে। বিভিন্ন কর্নার থেকে থানার নিকটবর্তী এলাকায় যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ কি আতঙ্কে আছে তা সহজেই অনুমেয়।পুলিশ প্রশাসন গতকালের নিউ টাউন রোডের চার দোকানে এবং দুটি প্রসাধনী দোকানে চুরির ঘটনায় নড়েচড়ে বসছে।এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর খবর জানাজানি হতেই রাধা কিশোরগঞ্জ থানার ওসি বাবুল দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার থানায় দৌড়ঝাঁপ শুরু করে ,কিন্তু নিট ফল শূন্য।খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ উপরিউক্ত চুরির ঘটনার কোন কিনারা করতে পারেনি।দাবি উঠেছে রাতে পাহাড়ার ব্যবস্থা করা এবং জনগণের দাবি শহরের স্ট্রীট লাইট গুলোতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা এবং গ্রামাঞ্চলে পুলিশ-টইলের ব্যবস্থা করা।এছাড়া সমগ্র শহরে এবং শহরের লাগুয়া শহরতলী এলাকায় আধুনিক সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা এবং নজরদারির বৃদ্ধি করার দাবি উঠছে। এখন দেখার সাধারন প্রশাসন , পুলিশ প্রশাসন দিনের বেলা চুরি এবং রাতের বেলার চুরির ঘটনায় যুক্ত চোরের দল কে কিভাবে জালে তুলতে সক্ষম হয়,সেদিকেই আতঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত জনগণ তাকিয়ে আছে।

ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন নয়া ও বৈভবশালী ভারত নির্মাণের দিশায় দেশ এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে দেশের যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদকে ভিত্তি করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি আগামীদিনে আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, গোয়াহাটিস্থিত এনএসএস রিজিওন্যাল ডিরেক্টরেটের রিজিওন্যাল ডিরেক্টর জাংজিলং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয় ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ। উপস্থিত ছিলেন সৈনিক ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরেটের সহঅধিকর্তা ডা. (মেজর) কাকলি ধর। অনুষ্ঠানে সৈনিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণে এনএসএস স্বেচ্ছসেবক দ্বারা সংগৃহিত ২ লক্ষ ১১ হাজার ৮৮৭ টাকার ড্রাফট মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সৈনিক ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরেটের সহঅধিকর্তা ড. (মেজর) কাকলি ধরের হাতে তুলে দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ২০২৩-২৪ সালের এন এস এস কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পারদর্শীতার জন্য রাজ্যের সেরা এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার এবং এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে একটি স্মরনিকারও আবরণ উন্মোচন করা হয়।

মানিক

● প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলন কেউ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বড় ভূমিকা পালন করেছেন সীতারাম। আজ তার অনুপ্রেরণায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী ও রাজ্যের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে বিজেপির জোট সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ুর দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের শরীর দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় উপস্থিত নেতাকর্মীরা সীতারাম এর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

দোকানের মালামাল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, চেবরি বাজারের শপিং মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্টল গুলির মধ্যে একটি স্টল জনৈককাপড় ব্যবসায়ী নিতাই পালের।একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে। আসন্ন দুর্গাৎসব উপলক্ষে দোকানে নতুন মালামাল তুলেছেন। সেই মালামাল গুলি দোকানের রেখ গুলিতে সাজিয়ে রেখে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। প্রতিবেশী ব্যবসায়ীরা দেখতে পায় নিতাই পালের কাপড়ের দোকানের ভেতরে আগুন।খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। বাজারে থাকা ব্যবসায়ীরা ও স্থানীয় লোকজন দোকানের শাটার ভেঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। নিয়ন্ত্রনে আনার আগেই দোকানের সমস্ত মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদিও আগুনের লেলিহান শিখা পাশের দোকানগুলি গ্রাস করতে পারেনি। তার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণ করে দমকলের ইঞ্জিন।দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বলে জানা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সময়কালের মধ্যেই উত্তর পূর্বের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ১২ টি শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩ টিই ত্রিপুরার।তাঁর কথায়, আজ জম্পুইজলা স্থিত টি.এস.আর সপ্তম ব্যাটালিয়ন মাঠে এনএলএফটি ও এটিটিএফ এর বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর ৫৮৪ জন সদস্য আত্মসমর্থনের মাধ্যমে মুল ধারায় ফিরে এসেছেন। তিনি তাদের সকলকে স্বাগত জানিয়েছেন।এদিকে, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, আজ এনএলএফটি ও এটিটিএফের জঙ্গীগোষ্ঠীর সদস্যরা মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। তা ত্রিপুরা ও রাজ্য পুলিশের কাছে অন্তত গর্বের বিষয়। আজকের এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর থেকে রাজ্যে শান্তি বজায় থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

আহত স্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কাজে যাচ্ছিল। এমন সময় মহিলার স্বামী মহেশ গৌড় হাতুড়ি দিয়ে স্ত্রী নিয়তির মাথায় পর পর কয়েকটি সাঙ্ঘাতিকভাবে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন ওই মহিলা। এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা কমলপুর ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে সাড়ে ১১টা নাগাদ গুরুতর আহত মহিলাকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে আসে। মহিলার মাথা ফেটে যায়। মোট ১১টি সেলাই করা হয়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে রেফার করে দেন। বর্তমানে মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গ্রামবাসীরা জানান, প্রায় ৫ বছর আগে মহেশ গৌড় তার বাবা সুভাষ গৌড় কে দা দিয়ে খুন করে। সাক্ষীর অভাবে খালাস পায়। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। মহেশ গৌড় পলাতক।

প্যান্ডেল

● প্রথম পাতার পর

কাজ। সবমিলিয়ে এবারে তাদের পূজোর বাজেট তেরো লক্ষ টাকা। ক্লাব কর্মকর্তা জানিয়েছেন আমরা সবাই ক্লাবের পূজো দেখতে উৎসুখ থাকেন মানুষ। তাদের পূজো বরাবরই মনকাড়ে দর্শনার্থীদের এবং গ্রামীন এলাকার এই বিগ বাজেটের পূজো দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উৎসবপ্রেমীরা ভীড় জমান। গ্রামীন পূজোয় প্রতিবছরই রাতভর দর্শনার্থীরা মণ্ডপমুখী হন যা এবছরও বহাল থাকবে বলে আশাবাদী উদ্যোগতারা। যদিও দেবী পক্ষের সূচনা হয়নি এখনো কিন্তু তবুও হাতে সময় আর তেমন নেই। তাই দিনরাত এক করে পুতুলের মণ্ডপকে ফুটিয়ে তুলতে বহিঃরাজ্যের শ্রমিকদের চোখেমুখে যেমন ব্যাস্ততার ছাপ তেমনি সার্বিক আয়োজনে চরম ব্যাস্ত ক্লাব কর্মকর্তারাও। ক্লাবের এবারের আয়োজন বিগত বছরকে ছাপিয়ে মানুষের মন কাড়বে বলে আশাবাদী আয়োজকরা। আসন্ন পূজোকে ঘিরে সাজো সাজো রব সর্বত্র।

ভোটের ডিউটিতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা, রিয়াসিতে মৃত্যু দু”জনের ও আহত এক

রিয়াসি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসিতে দুর্ঘটনার কবলে একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু”জনের এবং আহত হয়েছেন একজন। ভোটের ডিউটিতে যাচ্ছিলেন ভোট কর্মীরা, সেই গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মৃতদের মধ্যে একজন ইন্ডিয়া রিজার্ভ পুলিশের জওয়ান। আহত হয়েছেন একজন নির্বাচনী জোনাল ম্যাজিস্ট্রেট। মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রিয়াসি জেলার তুকসান জাব্বারা মোড় এলাকায়। জেকে ১১ এ ৩৯০৭ নম্বরের গাড়িটি প্রায় ১০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু”জনের এবং আহত হয়েছেন একজন। মৃতের নাম- আজাজ খান। আহত আধিকারিকের নাম অজয় কুমার।

করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের মর্গে অপরিচিত মৃতদেহ শনাক্ত করতে আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম) ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে অপরিচিত প্রায় ২৮ বছর বয়সি এক পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই মৃতদেহের প্রয়োজনীয় পোস্ট মর্টেম পরীক্ষা ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পন্ন করে মৃতদেহটি শনাক্তকরনের উদ্দেশ্যে আগামী ৭২ ঘন্টার জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ৭২ ঘণ্টার পর করিমগঞ্জ পৌরসভার সহযোগিতায় ওই মৃতদেহের অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তাই ওই মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য অথবা নিকটাত্মীয়দের ওই সময়সীমায় মৃতদেহ শনাক্ত করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

শেয়ার লেনদেনে কারসাজির জন্য সাকিব আল হাসানকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করল বিএসইসি

ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ও বর্তমান দলের সদস্য সাকিব আল হাসানকে শেয়ার লেনদেনে কারসাজির জন্য ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। মঙ্গলবার বিএসইসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিএসইসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএসইসির ৯২৩তম কমিশন সভায় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার লেনদেনে কারসাজির অভিযোগে সাকিব আল হাসানকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৯৪তম আত্মোৎসর্গ দিবসে কলকাতা ময়দানে মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) মঙ্গলবার কলকাতা ময়দানে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৯৪ তম আত্মোৎসর্গ দিবসে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পাশাপাশি চট্টগ্রাম পরিষদ এই অনুষ্ঠানের যৌথ আয়োজন করে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার অন্যতম। স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তাঁর নাম। জ্বলজ্বল করছে বীর বিপ্লবী, বাংলার শহীদ নারী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলতার মূর্তিতে মঙ্গলবার শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আয়োজকদের তরফে একাধিক বক্তা।

জলপথে নৌকাতে খানাকুল পরিদর্শনে অধীর রঞ্জন চৌধুরী

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়েই খানাকুলের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিন খতিয়ে দেখেছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি নৌকার সাহায্যে সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যান। মঙ্গলবার সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি ও তাঁর সফরসঙ্গীরা। মূলতঃ বন্যার কারণেই ঘরবাড়ি হারিয়ে বহু গৃহহারা। মনোযোগ দিয়েই ভুক্তভোগীদের দুর্দশার কথা শোনার পর তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। অসহায়দের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করেছেন। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ জেলায় বাস্তবায়িত কান্দি মাস্টার প্ল্যানের উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি। সেখানে বন্যার মারাত্মক প্রভাব থেকে বাসিন্দাদের রক্ষা করতে এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

পূর্ব মেদিনীপুরে নির্ভয়া সরণী

তমলুক, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) আর জি কর হাসপাতালের মহিলা পিজিটি”র নামে হল রাস্তার নামকরণ। 'নির্ভয়া সরণী'। সাংসদ তহবিলের অর্থেই তিন লাখ টাকা খরচ করে নির্মিত ২০০ ফুট দীর্ঘ কংক্রিট রাস্তার তাঁর নামেই উৎসর্গ করা হয়েছে। কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাধপুর পূর্বপল্লীতে রাস্তার উদ্বোধন করেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে টালিভাঁটার কাছে মঙ্গলবার ওই নতুন রাস্তা বিকেল চারটে নাগাদ উদ্বোধন করা হয়। প্রাক্তন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী ছাড়াও নন্দনকুমার চার নম্বর মন্ডলের সভাপতি মহাদেব মন্ডল ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত উপস্থিত ছিলেন। গত লোকসভায় জয়ী সাংসদ পদে থাকাকালীন সময়েই তাঁর সাংসদ কোটা থেকে বরাদ্দকৃত অর্থে এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার সার্ধ শতবর্ষের সূচনা ফিরহাদ হাকিমের

কলকাতা ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) ১৮৭৫ সাল আজকের দিনে সূচনা হয় আলিপুর চিড়িয়াখানার। তাকে স্মরণ করে সার্ধ শতবর্ষ পালিত হল। মঙ্গলবার এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত, সহ চেয়ারপার্সন ডঃ মারিয়া ফার্নান্ডেজ, সচিব মনোজ আগরওয়াল, প্রধান মুখ্য বনপাল নির্জন সিঙ্ঘল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। মন্ত্রীর মা চুনীবালা হাঁসদাও অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দেশের মধ্যেই সবচেয়ে প্রাচীন ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তোলা আলিপুর চিড়িয়াখানাতে এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করা হয়। এই উপলক্ষে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের সাহায্য নিয়েই বছরভর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন। একাধিক কর্মসূচির কথাও অবহিত করেন তিনি। রাই বাহাদুর রাম ব্রহ্ম সান্যালের মূর্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রঙিন বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে। বন্যপ্রাণের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে নতুন এনক্লোজার চালু হল।

ক্রীড়াঙ্গন

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় তিন ইভেন্টের রাজ্য স্কুল ক্রীড়ার আসর জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার থেকে রাজ্য স্কুল ক্রীড়ার আসর শুরু হয়েছে। অনূর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বয়স গ্রুপে ছেলেদের বিভাগে যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাব্রুমের মনুবাজারের বসুন্ধরা হল-এ। আজ, মঙ্গলবার বিকেল তিনটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। উদ্বোধনের পর বিভিন্ন বয়স গ্রুপের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। চলবে ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এদিকে রাজধানীর এনএসআরসিসি-তে শুরু হয়েছে অনূর্ধ ১৪ ও ১৭ বয়স গ্রুপের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা। উত্তর জেলার

পানিসাগরে কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন-এর সুইমিংপুলে শুরু হয়েছে অনূর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বয়স গ্রুপের সাঁতার প্রতিযোগিতা। সারা রাজ্যের সব কটি জেলার স্কুল পড়ুয়া খেলোয়াড়রাই এই প্রতিযোগিতা সমূহে অংশ নিয়েছে।

লাল বাহাদুরের জয় রুখলো ফরোয়ার্ড সুপারের লক্ষ্যে দুটি ভাইটাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফরোয়ার্ড ক্লাবের ম্যাচ ফের ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এবার প্রতিপক্ষ লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। সিনিয়র ডিভিশন লিগের ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম লাল বাহাদুরের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ তিন-তিন গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হওয়ায়, বিশেষ করে সুপার ফোর এর দৌড় এখন বেশ জমে উঠেছে। এগিয়ে চল সংঘের পর পরবর্তী কোনতিনটি দল সুপার লিগে খেলবে তা নিশ্চিত হতে আগামী তিন দিনে পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে চারটি ম্যাচের ফলাফলের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে। অপর ম্যাচটিরও গুরুত্ব রয়েছে অবনমন এর হিসেব চূড়ান্তকরণের জন্য। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের খেলায় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার প্রথমার্ধের উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে লাল বাহাদুর বেয়ামাগার ২-১ গোলে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি তিন-তিন গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। দুই দল পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে এক-এক করে। প্রথমার্ধের ১৪ ও ২১ মিনিট এর মাথায় জয়েস রায় ও ভান্ডলাল মুয়ানার গোলে লাল বাহাদুর ২-০ তে লিড নিলেও ১১ মিনিট পর ফরোয়ার্ড ক্লাবের থংগাম সিং একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধের ৪ মিনিটের মাথায় লাল রিম লোয়ানার গোলে লাল বাহাদুর তিন- একে এগিয়ে গেলেও খেলার ৬২ ও ৯০ মিনিটের মাথায় থংগাম পর পর দুটো গোল করে খেলায় শেষ পর্যন্ত সমতা এনে দেয়। এদিকে নিজের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক ও সেরে নেয়। এদিকে, খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি ফরোয়ার্ড ক্লাবের চারজন ও লাল বাহাদুরের দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: বিকেল সাড়ে তিনটায় রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম ব্লাড মাউথ ক্লাব। সন্ধ্যে ৬ঃ১৫ টায় নাইন বুলেটস ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব।

পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
এগিয়ে চল	৮	৭	১	০	১৭-৬	২১
রামকৃষ্ণ ক্লাব	৮	৫	২	১	১৫-৮	১৬
ব্লাডমাউথ	৭	৫	২	০	১৬-৬	১৫
লালবাহাদুর	৮	৪	২	২	১৭-১১	১৪
টাউন ক্লাব	৭	৪	২	১	১৬-৮	১৩
নাইন বুলেটস	৮	৪	৩	১	১৩-৮	১৩
জুয়েলস অ্যা:	৮	২	৪	২	৯-১২	০৮
ফরোয়ার্ড	৯	১	৪	৪	১৬-২২	০৭
ত্রিবেণী সংঘ	৯	১	৭	১	১১-৩০	০৪
ফ্রেন্ডস ইউ:	৮	১	৭	০	৭-২৬	০৩

জয়পুরে আজ থেকে ৩টি প্রস্তুতি ম্যাচ অনূর্ধ ১৯ রাজ্য মহিলা ক্রিকেটারদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেটাররা এখন জয়পুরে। বিশেষতঃ অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেট দল। মূলতঃ চন্ডিগড়ে অনূর্ধ ১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিতে এবং সাফল্যের লক্ষ্যে রাজ্য দল কয়েকদিন অনুশীলন এবং কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে এখন জয়পুরে অবস্থান করছে। আজ মঙ্গলবার বিরতি। তবে সোমবার রাজ্য দল প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে প্রতিপক্ষ রাজস্থান রাইজিং ক্রিকেট একাডেমির সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে ৪৫ রানে পরাজিত হয়েছে। রাজস্থান রাইজিং ক্রিকেট একাডেমী প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেটে ১০৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ত্রিপুরা দল ৯ উইকেট হারিয়ে ৬৪ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে অস্মিতা দাস সর্বাধিক ১৭ রান সংগ্রহ করে ৩১ বল খেলে। এছাড়া, ভূমিকা নায়েকের ১১ রান ও অন্তরাণী নোয়াতিয়ার ৯ রান খানিকটা উল্লেখ করার মতো। বোলিং-এ ত্রিপুরার পক্ষে পূজা দাস ও অন্তরানী নোয়াতিয়া একটি করে উইকেট পেয়েছিল। আগামীকাল থেকে টানা তিন দিন রাজ্য দল তিনটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। ২৮ সেপ্টেম্বর রাজ্য দল জয়পুর থেকে চন্ডিগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে বলে খবর রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচগুলোর উপর ভিত্তি করে ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত দল গঠন করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

ক্রীড়া পর্ষদ আয়োজিত আন্তঃ প্লে সেন্টার হ্যান্ডবল, ভলিবল টুর্নামেন্ট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত আন্তঃ প্লে সেন্টার তথা ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হ্যান্ডবল ও ভলিবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামীকাল উমাকান্ত একাডেমির সামনের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল সকাল আটটায়। স্পোর্টস কাউন্সিল আয়োজিত আন্তঃ প্লে সেন্টার এই টুর্নামেন্টে ভলিবলে তিনটি সেন্টার থেকে ছেলেদের তিনটি দল এবং মেয়েদের দুইটি দল অংশগ্রহণ করবে। হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় পাঁচটি প্লে সেন্টার থেকে ছেলেদের বিভাগের পাঁচটি দল এবং মেয়েদের বিভাগে তিনটি দল অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা যথারীতি আজ এনএসআরসিসি-তে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রীড়া আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট করেছে। প্রতিযোগিতা উপলক্ষে উদ্যোক্তা স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সচিব সুকান্ত ঘোষ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

সাফ অনূর্ধ ১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ: মঙ্গলবার ভারত মুখোমুখি হবে মালদ্বীপের

থিম্পু, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে সাফ অনূর্ধ ১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে মালদ্বীপের মুখোমুখি হবে ভারত। ভারত একটি খেলা বাকি রেখে গ্রুপ এ-থেকে শীর্ষস্থানে থেকে সেমিফাইনালে গেছে।

গ্রুপ এ-তে পরিস্থিতি যা তাতে মালদ্বীপের সেমিফাইনালে যেতে হলে একটি ড্র প্রয়োজন, যেখানে বাংলাদেশ একের বেশি গোলের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে মালদ্বীপের চেয়ে। এদিন বাংলাদেশ ভারতের জয়ের আশা করবে। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ভারত ১-০ জিতলে, গ্রুপ রানার্সআপ নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মধ্যে কোন দল সেমিফাইনালে যাবে, তা ঠিক হবে পয়েন্ট কিংবা গোল ব্যবধানের ওপর।

গ্রুপ এ-এর বিজয়ী ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম সেমিফাইনালে বি গ্রুপের রানার আপের (ভুটান, পাকিস্তান, নেপাল বা শ্রীলঙ্কা) মুখোমুখি হবে।

ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপ-২০২৪: মঙ্গলবার শেষ ষোলোয় নামছে ব্রাজিল

তাসখন্দ, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হচ্ছে। প্রথম ম্যাচে নামছে শক্তিশালী ব্রাজিল। প্রতিপক্ষ লাতিন আমেরিকার দেশ কোস্টারিকা। 'বি' গ্রুপে তিন ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছেছে সেলেসাওরা।

আর শেষ ষোলোয় গেছে লাতিন আমেরিকার আরেক শক্তিশালী দেশ আর্জেন্টিনা। 'সি' গ্রুপ থেকে তারা তিন ম্যাচ জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে। আর্জেন্টিনা মাঠে নামবে ২৭ সেপ্টেম্বর, প্রতিপক্ষ ইউরোপীয়ান দেশ ক্রোয়েশিয়া।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব: অক্টোবরে আর্জেন্টিনার দুটি ম্যাচ

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে আগামী মাসের অক্টোবরে ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ায় যাবে আর্জেন্টিনা। ১০ অক্টোবর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলবে আলবিসেলেস্তেরা। পরের ম্যাচ খেলবে বলিভিয়ার বিপক্ষে ১৫ অক্টোবর। লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে এখনও পর্যন্ত টেবিলের শীর্ষে আছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ৮ ম্যাচে ৬টিতে জিতে তাদের পয়েন্ট ১৮, বাকি দুই ম্যাচে তারা হেরেছে। ভেনেজুয়েলা আছে পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে। ৮ ম্যাচ খেলে তাদের জয় মাত্র দুটিতে, দুই ম্যাচে হার এবং বাকি চার ম্যাচে তারা ড্র করেছে।

অন্যদিকে বলিভিয়া রয়েছে ৮ নম্বরে। ৮ ম্যাচ খেলে ৩ জয় ও ৫ হারে তাদের পয়েন্ট ৯।

এখনও পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ও ভেনেজুয়েলার ১৪ বারের সাক্ষাতে ১০ বারই জিতেছে আলবিসেলেস্তেরা। দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে এবং বাকি দুটি জিতেছে ভেনেজুয়েলা। সবশেষ দুই দলের দেখা হয়েছিল ২০২২ সালে। সেবার ৩-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়া মুখোমুখি হয়েছে মোট ১৬ বার। তার মধ্যে ১১ ম্যাচেই জিতেছে আলবিসেলেস্তেরা। ৩ ম্যাচ ড্র ও বাকি দুটিতে জিতেছে বলিভিয়া। দুই দলের সবশেষ দেখা হয়েছিল গত বছরের সেপ্টেম্বরে। সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

উত্তরপূর্ব এনএসএস উৎসবের উদ্বোধন করে

সুন্দর সমাজ গড়তে যুব সমাজের বিশেষ ভূমিকার কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলে উগ্রপন্থী সমস্যার অবসান হয়েছে। জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ও এনসিসি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমের এক অপরিহার্য অংশ। সমাজসেবা, দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি এবং সর্বোপরি উন্নত চেতনা নিয়ে জীবনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনএসএস এবং এনসিসি'র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আজ আগরতলা টাউনহলে উত্তর পূর্ব এনএসএস উৎসব-২০২৪'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ত্রিপুরা স্টেট এনএসএস সেল এবং কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের গৌহাটিস্থিত এনএসএস রিজিওন্যাল ডাইরেক্টরের যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসব আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত মানুষ হওয়া এবং নিজের অন্তর্নিহিত মেধাকে শক্তিশালী করা ছাত্র-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সুন্দর সমাজ গড়তে যুব সমাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক। ড্রাগ মুক্ত, প্লাস্টিক

মুক্ত, দুষণ মুক্ত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রেও এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মানব সম্পদের প্রায় ৬৫ শতাংশই যুব সমাজ। দেশের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে যুবসমাজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুব সমাজকে নিয়ে উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সহ সামগ্রিক উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। তিনি এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী নামে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'হীরা' কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এর ফলে দেশের উন্নয়নের মূলস্রোতের সাথে এই অঞ্চল সরাসরি যুক্ত হয়েছে। যা বিগত কয়েক দশক ধরে উপেক্ষিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ছাড়া দেশের বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন শান্তি না থাকলে উন্নয়নের কাজ কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি রাষ্ট্রহিতে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শান্তি বজায় রাখতে ১২টি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ত্রিপুরায়ও তিনটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তিনি বলেন, এধরণের উৎসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনার পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গবাদি পশু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর: সোমবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত লুনথাইছড়া এলাকায় অসহায় গৃহস্থ রহিম মিয়ার বাড়ি থেকে একটি গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। চুরি ডাকাতি ছিনতাই যেন স্থায়ী রূপ পেয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায়। একের পর এক চুরিকাণ্ড ঘটে চলেছে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায়।

দোকানে চুরি, বাইক চুরি, বাড়ি ঘরে চুরি, গবাদি পশু চুরি। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। সোমবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত লুনথাইছড়া এলাকায় অসহায় গৃহস্থ্য রহিম মিয়ার বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। ঘরের দরজা ভেঙে নিয়ে যায় রহিম মিয়ার গবাদি পশু।

মঙ্গলবার সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রহিম মিয়া এবং তার স্ত্রী দেখতে পায় গবাদি পশুর ঘরের দরজা ভাঙ্গা। দৌড়ে গিয়ে দেখতে পায় ঘর থেকে একটি গবাদিপশু গায়েব। বাকি দুটো গবাদি পশু রয়েছে ঘরে। কাবুল হোসেন ও মোবারক হোসেন দুই যুবককের বিরুদ্ধে রহিম মিয়া এবং তার স্ত্রী বিশ্রামগঞ্জ থানা মামলা দায়ের করেন। তাদের সন্দেহ এ দুই যুবক তাদের গবাদি পশু চুরি করেছে। কারণ কিছুদিন আগে এই দুই যুবক তাদের বাড়িতে এসে গবাদি পশুর বিষয়ে সমস্ত কিছু জেনে নেয়।বাদি পশু চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে রহিম মিয়া এবং তার স্ত্রী।

৩৫ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে ৩৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হবে। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি রানা চ্যাটার্জী।ওসি রানা চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশনে দুই ব্যক্তি গাঁজা ক্রয় বিক্রয় করতে আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে পূর্ব আগরতলা থানা ও কলেজটিলা ফাড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়েছ। ওই সময় যোগেন্দ্রনগর এলাকা থেকে সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে ৩৫ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হবে।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর : আজ পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে এআউডিএসও, এআইএমএসএস এবং এআইডিওয়াইও- এর যৌথ উদ্যোগে শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ৯২ তম শহীদের দিবস উদযাপন করা হয়েছে।উল্লেখ্য, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের নারী শহিদ হয়েছিলেন। আজ তাঁর ৯২তম শহীদান দিবস। প্রতি বছরেরর মতো এবছর ও এআউডিএসও, এআইএমএসএস এবং এআইডিওয়াইও- এর যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই শহীদ দিবস পালন করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন রাজ্যে আজ তাঁর শহীদান দিবস পালন করা হচ্ছে।

২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান শুরু হবে ঃ সচিব

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। দেশের জনজাতি অংশের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সারাদেশে আগামী ২ অক্টোবর প্রধানমী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান (PMJUGA) চালু করা হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সারাদেশে ৭৯,১৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। দেশের ৬৩ হাজার জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামকে এই অভিযানের আওতায় আনা হবে। এতে দেশের ৫ কোটি জনজাতি অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। এই অভিযান কর্মসূচি আগামী ৫ বছর চলবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে এ সংবাদ জানান। তিনি জানান, রাজ্যের ৮ জেলার ৫২টি ব্লকের ৩৯২টি জনজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। এতে রাজ্যের ৮ লক্ষ ২৮ হাজার জনজাতি জনগণ উপকৃত হবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান কর্মসূচিটি আগামী ২রা অক্টোবর, ২০২৪ ঝাড়খণ্ডে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সূচনা করা হবে। এই উপলক্ষে আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ নয়াদিল্লীতে একটি মন্থন শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি জানান, এই অভিযান কর্মসূচিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে যোগ্য জনজাতি পরিবারদের মধ্যে পাকা ঘর প্রদান, পরিশ্রুত পানীয়জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, আয়ুমান ভারত কার্ড বিতরণ ইত্যাদি। এছাড়াও জনজাতি এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারে সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন, গুণগত শিক্ষা ও শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবন জীবিকা নির্বাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, জনজাতি এলাকায় পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য চাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মা ও শিশুর পুষ্টির বিকাশ, প্রধানমী উজ্জলা যোজনার অধীনে এলপিজি কানেকশন প্রদান, টেলিকম যোগাযোগ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ, জনজাতিদের স্বনির্ভর করে তোলা, মোবাইল মেডিকেল ইউনিট গঠন সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সচিব জানান, এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী জনজাতি উন্নত গ্রাম অভিযান কর্মসূচির মাধ্যমে জনজাতি এলাকায় বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে ঘাটতি সমূহগুলিকেও চিহ্নিত করে তার নিরসন করার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস।

১৯ দফা দাবিতে চারটি সংগঠনের গণ অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভয়াবহ বন্যায় ত্রিপুরাকে জাতীয় বিপর্যয় এলাকা ঘোষণা করে বিপর্যস্ত মানুষদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়া সহ ১৯ দফা দাবিতে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতেসি. পি.আই.(এম এল) লিবারেশন, অখিল ভারত কিষাণ মহাসভা, অখিল ভারত ক্ষেত ও গ্রামীণ মজদুর সভা যৌথ উদ্যোগে ৪ ঘন্টার গণ অবস্থান সংগঠিত করে। সংগঠনের এক ব্যক্তি বলেন, সম্প্রতি ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল। তাতে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাহলে কেনো ত্রিপুরাকে জাতীয় বিপর্যয় এলাকা ঘোষণা করা হচ্ছে না। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে নি। বন্যা আহত ও নিহতদের পরিবারের সদ্যসদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পাহাড়ে যাঁদের কাজ, খাদ্য , বাসস্থান নেই তাঁদের জরুরিভিত্তিতে সরকারী ব্যবস্থা প্রদান করা হোক। আজ এরই প্রতিবাদের ১৯ দফা দাবিতে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে সি.পি.আই.(এম এল) লিবারেশন, অখিল ভারত কিষাণ মহাসভা, অখিল ভারত ক্ষেত ও গ্রামীণ মজদুর সভা যৌথ উদ্যোগে গন অবস্থানে মিলিত হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান ২০ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যেও গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত পক্ষকালব্যাপী নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই মঙ্গলবার আগরতলা পশ্চিম থানা ও মহিলা থানায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংঘটিত করে আগরতলা পুর নিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের কর্মকর্তারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনকে সামনে রেখে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। তার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা ,রক্তদান শিবির ,স্বচ্ছ ভারত অভিযান ইত্যাদি। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ ২০ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে পশ্চিম মহিলা থানা ও পশ্চিম আগরতলা থানায় এক স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি পালন করা হয়।২০ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্তসহ এলাকার কর্মকর্তারা এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কর্পোরেটর রত্না দত্ত বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশকে স্বচ্ছ রাখার লক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। সেই কর্মসূচি দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনকে কেন্দ্র করে রাজ্যেও এ ধরনের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশে চলমান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা প্রেসক্লাবে বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের বিশেষ বৈঠক ও কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের নিয়ে বাংলাদেশ চলমান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওভার্টের নাম দেওয়া হয়েছে ফোরাম ফর প্রোডাকশন। কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন প্রবীণ সাংবাদিক সুবল কুমার দে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা চলছে। গোটা ভারতবর্ষে এই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য পিছিয়ে নয়। প্রতিবাদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগরতলা প্রেসক্লাবে সিনিয়র সদস্যরা একটি কমিটি গঠন করেন, যার নাম দেওয়া হয় ফোরাম ফর প্রোডাকশন। এর আত্মপ্রকাশ ঘটে আজ। সিদ্ধান্ত হয় আগামী ২৯ তারিখ সকাল ১১ টায় আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি র‍্যালি করে এইসব ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হবে এবং মহামান্য রাজ্যপালের নিকট মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হবে।সেই সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের এখনকার প্রধান উপদেষ্টার নিকট মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হবে।

শারদীয়া দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন পূজা প্যান্ডল পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৪ সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসব যাতে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাই প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে যায় দুটি টিম। গত বছর কিছু পূজা প্যান্ডেল নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল, তাছাড়া গতবছর কার্নিভাল করে মূর্তি বিসর্জন করার সময় মূর্তির আকার বড় হওয়ায় মূর্তির চূড়াও কাটতে হয়েছিল। তাই এই বছর পূজার প্যান্ডেল নির্মাণে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে পূজা উদ্যোক্তাদের কিছু নিয়মাবলী ধার্য্য করে দেওয়া হয়। প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে যেমন ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস, ডিসিএম সৌরদ্বীপ দেবনাথ, ফায়ার সার্ভিসের ওসি নারায়ন রায়,পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক, বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে দুটি স্থানে পরিদর্শনের জন্য টিম গঠন করা হয়েছে। চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জের প্যান্ডেলগুলি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব ডিসিএম সৌরদ্বীপ দেবনাথ এর টিম। আর বিশালগড়ের দায়িত্ব ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস এর টিম।

মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা বিশালগড়ের বিভিন্ন পূজা প্যান্ডেল গুলো পরিদর্শন করেন। এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে পূজা উদ্যোক্তাদের যে নীতি নির্দেশিকার ফরমেট দেওয়া হয়েছে সেই মোতাবেক প্যান্ডেল নির্মাণ হচ্ছে কিনা।যেমন প্যান্ডেল নির্মাণে বৈদ্যুতিক তার ছেঁড়া ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, প্যান্ডেল ও মূর্তির আকার নির্দেশিকা মোতাবেক হচ্ছে কিনা। দর্শনার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে কিনা। বড় পূজা মন্ডপ গুলোর সামনে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে কিনা।

দর্শনার্থীদের সব ধরনের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তাছাড়া আগামী ১ তারিখে সব পূজা মন্ডপের উদ্যোক্তাদের নিয়ে মহকুমা শাসক কার্যালয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে সভা করা হবে।উক্ত সভায় নীতি নির্দেশিকার ফরমেটটি জমা রাখা হবে।তারপরই প্রশাসনের তরফ থেকে সবুজ সংকেত জানানো হবে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের মধ্যে বীজ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ২৪ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের মরাছড়া কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের ধানের চারা ও বিভিন্ন শাক সবজির বীজ প্রদান করেন ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে প্রায় দেড়শো কৃষককের হাতে বিনামূল্যে উন্নত মানের ধানের চারা ও শাক সবজির বীজ তুলে দেওয়া হয়। এদিন মরাছড়া কমিউনিটি হলে উপস্থিত ছিলেন সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, রাজ্যের প্রদেশ কিষান মোর্চার সভাপতি প্রদীপ বরন রায়, সহ সভাপতি জয়দেব দেববর্মা, দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ অভিজিৎ দেবনাথ, মরাছড়া পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য অতিথিরা।

বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, গত কয়েক দিন আগে ভয়াবহ বন্যায় কৃষকদের ধান সহ বিভিন্ন ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। কৃষান নিধি চালু করে কৃষকদের কাছে বছরে ৬ হাজার টাকা পৌছে দিচ্ছেন। কৃষকদের ফসল দ্বিগুন করার লক্ষে কাজ করছেন।

ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ অভিজিৎ দেবনাথ বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল, প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল বীজ সহ বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা। আজ মরাছড়া কমিউনিটি হলে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল বীজ ও উন্নত মানের ধানের চারা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। যাতে করে পুনরায় চাষ করে ফলন করতে পারে। আমরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল বীজ ও ধানের চারা প্রদান করার কাজ চলছে। আগামী দিন চলবে।

ভ্যাট'র উদ্যোগে বিশ্ব অ্যালজাইমারস দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: ভ্যাট''র উদ্যোগে বিশ্ব অ্যালজাইমারস দিবস পালিতহয়। মঙ্গলবার রাজ্যের অগ্রণী সামাজিক সংগঠন ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা''র উদ্যোগে পালিত হয় বিশ্ব অ্যালজাইমারস দিবস।

এদিন ভ্যাটের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী ডাঃ শ্রীলেখা রায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভ্যাটের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুজিত ঘোষ, ন্যাশনাল ট্রাস্টের স্টেট কো-অর্ডিনেটর জয়দীপ ভূষণ, বিশিষ্ট সাংবাদিক শান্তনু শর্মা প্রমুখ।

মূলত ভ্যাট রাজ্যের দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে ন্যাশনাল ট্রাস্টের স্টেট নোডাল এজেন্সি সেন্টার হিসাবে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলছে। দিব্যাঙ্গজনদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্য্যক্রম ও পরিষেবা প্রদান করে থাকে। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে ট্রাস্টের বিভিন্ন প্রকল্পের সবিস্তার আলোচনা করেন কো-অর্ডিনেটর জয়দীপ ভূষণ।

অ্যালজাইমার্স এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী ডাঃ শ্রীলেখা রায়। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীদিনে দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে সমাজের সকলকেই এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান রাখেন ভ্যাটের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুজিত ঘোষ।

ফের নিশিকুটুম্বের হানা উদয়পুরে, পুলিশ নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর।। প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে উদয়পুর শহরে এবং শহরতলিতে। প্রতিদিনই চুরির ঘটনা ঘটছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। যদি রাধা কিশোরপুর থানা ,কাকড়াবান থানা, গর্জি,মহারানী আউট পোস্ট এখনো পর্যন্ত চোরের টিকির নাগাল পর্যন্ত পায়নি।গতকাল এবং পরশু রাতে পুলিশ নামকাওয়াস্তে চার পাঁচ জন চোরকে আটক করে জেলখানায় পাঠালেও এখনো গত দু মাসের মধ্যে সংঘটিত প্রায় ১০-১২টি চুরির ঘটনার কোন কিনারা করতে পারেনি। এই নিয়ে জনমনে এবং উদয়পুর শহর ও শহরতলীতে তীব্র আতঙ্ক ও খুব বিরাজ করছে।উল্লেখ থাকে যে গত ১৩ জুলাই রাধা কিশোরপুর থানার অন্তর্গত খিলপাড়া অনাথ আশ্রম সংলগ্ন স্বপ্না সরকার নিয়োগীর বাড়িতে গৃহকর্তির অনুপস্থিতিতে দিনের বেলায় চোরের দল ঘরের মূল্যবান স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা হাতিয়ে নেয়। তার ঠিক এক সপ্তাহ আগে রাজধরনগর এলাকার গৌতম সূত্রধরের বাড়ি থেকে মেয়ের বিবাহের জন্য তৈরি করা স্বর্ণালংকার এবং নগদ টাকা মিলিয়ে প্রায় তিন লাখ টাকা চোরের দল নিয়ে চম্পট দেয়। তার কয়েকদিনের মধ্যেই উদয়পুর ব্রাহ্মাবাড়ি এলাকার রত্নাদের বাড়ি থেকে গৃহকর্তা দুপুরবেলা মাতা বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে চোরের দল দু''ঘণ্টার মধ্যে নগদ প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা সহ মূল্যবান স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়।এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই উদয়পুর এলাকার জনৈকা বৃদ্ধা মহিলার গরু বিক্রির প্রায় তিন লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই চোরের দল বন্দোয়ার এস টি লাইনের মোটরের কয়েল চুরি করে সন্ধ্যাবেলায় উদয়পুর শহর ও শহরতলী এলাকাঅন্ধকারাচ্ছন্ন করে মোটর চুরি করে চম্পট দেয়।গত আগস্ট মাসের বন্যায় যখন বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে সুকান্তপল্লী এলাকার রামকুমার বোস নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়, সেই সুযোগে রাতের অন্ধকারে চোরের দল মূল্যবান সামগ্রী সহ নগদ টাকা সহ বাড়িঘর তছনছ করে ফেলে। কয়েকদিনের পরই গত সপ্তাহে উদয়পুর মধ্যপাড়াস্থিত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তুলসীদাস মোদকের বাড়ি থেকে দিনের বেলায় দু''ঘণ্টা ব্যবধানের মধ্যে কয়েক ভরি স্বর্ণালংকার এবং নগদ টাকা হাতিয়ে নেয় চোরের দল।গতকাল সেন্ট্রাল রোড স্থিত রাম ঠাকুর জুয়েলার্সে সিসিটিভি থাকা সত্তেও স্বর্ণের আংটি চুরি করে নিয়ে যায় চোর। এছাড়াও বিভিন্ন মন্দিরের প্রণামী বাক্স সহ বাড়ি ঘরে প্রতিনিয়ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠান

রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। উচ্চশিক্ষার জন্য ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের আগে বর্হিরাজ্যে যেতে হতো। বর্তমানে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্পসারিত হয়েছে। তাই ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে রাজেই পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। রাজ্য সরকারও রাজ্যে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং গুণগত শিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় কামালঘাটস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজগুলি আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। এরপর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়। এর পর এখানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের উন্নয়ন হতে পারেনা। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী গুণগত শিক্ষার প্রসারে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করেন।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. বিপ্লব হালদার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এ রঙ্গনাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।